ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ

তত্ত্ব ও প্রয়োগ

ড. মাহমুদ আহমদ

Since 1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ
তত্ত্ব ও প্রয়োগ

ড. মাহমুদ আহমদ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)
বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০ ৯, উত্তরা মডেল টাউন
ঢাকা-১২৩০, ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬, ফ্যাক্স : ৮৯৫০২২৭
ই-মেইল : biit_org@yahoo.com, ওয়েবসাইট : www.iiitbd.org

ISBN : 984-70103-0028-5

© বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১০
অগ্রহায়ণ ১৪১৭
মহররম ১৪৩১

মুদ্রণ
এম. এ. গ্রাফিক্স ক্যাম্পাস
৪৯১/১ বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭

মূল্য : ৬০.০০ (ষাট) টাকা মাত্র

Islamic Khudrarin : Tatta O Prayug written by Dr. Mahmud Ahmad, published by Bangladesh Institute of Islamic Thought, House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka-1230, Bangladesh. Phone: 8950227, 8924256, Fax: 8950227. E-mail: biit_org@yahoo.com, Website: www.iiitbd.org. Price : 60.00 (Sixty) Taka only U.S. $ 4.00

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ পদ্ধতি একটি কার্যকর মাধ্যম। এর মাধ্যমে দরিদ্রদেরকে বিশেষ শর্তাধীনে জামানত ছাড়াই ঋণ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে ইসলামি ক্ষুদঋণ কার্যক্রম আরো বেশি কার্যকর ও গ্রাহক-বান্ধব।

ড. মাহমুদ আহমদ বাংলাদেশে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণের অন্যতম কনসালট্যান্ট। তিনি এই বইতে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণের নীতিমালা, ব্যবহারিক কৌশল, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রচলিত ও ইসলামি ক্ষুদ্রঋণের মধ্যে পার্থক্য, ইসলামি ক্ষুদ্রঋণের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা তৈরীর ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে তা দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে উন্নয়নকর্মী, পরিকল্পনাবিদ ও নীতিনির্ধারকদের জন্য বিরাট এক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিবে। ইসলামি ক্ষুদ্রঋণের উপর এটি একটি সংক্ষিপ্ত ও চমৎকার রেফারেন্স বই। যাদের উদ্দেশ্যে এ প্রচেষ্টা, বইটি তাদের কাজে আসলে আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন ॥

জুলাই, ২০১০ ।

প্রফেসর ড. মো: লুৎফর রহমান
ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিআইআইটি

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

দারিদ্র্য গরিবের জীবনযন্ত্রণা, মধ্যবিত্তের আলোচনার বিষয় ও ধনীদের বিনিয়োগ ক্ষেত্র। গরিবের উন্নতি, অগ্রগতি, জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও আত্মকর্ম সংস্থানের জন্য 'আর্থিক সেরা' প্রদান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আর্থিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন হয়ে থাকে। অনেক প্রতিষ্ঠান যেমন, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, প্রশিকা ও ব্রাক গরিবদেরকে ক্ষুদ্রঋণের আর্থিক সেবা দিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 'ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী'ও দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, রাসূল (সা:) এর সময়ে ও তৎপরবর্তী যুগে ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনে অত্যন্ত সফল হয়েছিল। তাই ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে তা দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে উন্নয়নকর্মী, পরিকল্পনাবিদ ও নীতিনির্ধারকদের জন্য বিরাট এক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিবে।

এ বইতে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণের নীতিমালা, পদ্ধতি, ব্যবহারিক কৌশল, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, শ্রেষ্ঠত্ব, সনাতন ও ইসলামি ক্ষুদ্রঋণের পার্থক্য আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত ফরম, চুক্তিপত্র, পাশ বই, হিসাব ও রেজুলেশন বই এর নমুনা সংযুক্ত করা হয়েছে। বইটিতে বর্ণিত সকল বিষয় ইসলামি শরীয়াহ ভিত্তিক। তাই এ বইয়ে বর্ণিত ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী হবে শোষণমুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক ।

যে কোন এনজিও ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করে 'টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন' এর লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ড. মাহমুদ আহমদ

২০ ডিসেম্বর, ২০০৯। ঢাকা

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণের তত্ত্ব ৭

১. ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ : সংজ্ঞা ও নীতিমালা ৭

২. ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ পদ্ধতি ৯

২.১ বাই-মুয়াজ্জাল ৯

বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতি-১ ৯

বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতি-২ ১১

বাই-মুয়াজ্জালের শর্তাবলী ১২

ঝুঁকি এবং আয় ১২

মূল্য নির্ধারণ ১৩

ইজারা ১৩

২.২ মুদারাবা ১৪

২.৩ মুশারাকা ২১

৩. ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা ২১

বাই-মুয়াজ্জাল ২১

লীজিং ২১

বাই-মুয়াজ্জাল ও লীজিং ২২

মুদারাবা এবং মুশারাকা ২২

৪. ইসলামি ও সনাতন ক্ষুদ্রঋণের মধ্যে পার্থক্য ২৩

৫. ইসলামি ক্ষুদ্রঋণের শ্রেষ্ঠত্ব ২৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণের প্রয়োগ ২৫

৬. প্রয়োগ পদ্ধতি ২৫

৭. ঝুঁকি কমানো ৩৩

৮. উপসংহার ৩৫

তৃতীয় অধ্যায়

সক্ষমতা তৈরী ৩৬

১. কর্মচারী প্রশিক্ষণ ৩৬

২. ম্যানুয়াল (Manual) ৩৭

ক. কর্মপরিধি ৩৮

খ. টার্গেট গ্রুপ নির্ধারণ কৌশল ৩৮

www.pathagar.com

গ. কর্মকৌশল ৩৮
ঘ. রেট নির্ধারণ ৩৯
ঙ. জামানত গ্রহণ ৩৯
চ. মঞ্জুরী ও প্রদান ৩৯
ছ. বিনিয়োগ পদ্ধতি ৪০
জ. সাপ্তাহিক সঞ্চয় ৪০
ঝ. কেন্দ্র তহবিল ৪০
ঞ. তদারকী ৪০
ট. গ্রাহক নির্বাচন ৪০
ঠ. আবেদনপত্র বাছাই ৪১
ড. ঋণ প্রদান ও আদায় ৪২
ঢ. ঋণ পরিশোধে গ্রাহকের ব্যর্থতা ৪২
ণ. ফিল্ড অফিসারের আর্থিক কর্মভার ৪৩
ত. ঋণ কি পুরুষ না নারী পাবে? ৪৩
থ. কম্পিউটার সফটওয়ারের ব্যবহার ৪৩
দ. ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর সফলতা ও বিফলতা নিরূপন ৪৪
ধ. ঝুঁকি কমানো ৪৫
ন. শরীয়াহ ভিত্তিক কার্যক্রম পরিদর্শন ৪৫
প. ক্ষুদ্রঋণ আদায়ের পদ্ধতি ৪৬

পরিশিষ্ট

ক. মাঠ জরিপ ফরম ৪৮
খ. সদস্য হওয়ার আবেদন ফরম ৫০
গ. বিনিয়োগ আবেদন ফরম, গ্যারান্টি পত্র, চুক্তিপত্র এবং ঋণ মঞ্জুরীপত্র ৫২
ঘ. পাশবই ৫৭
ঙ. কেন্দ্রনেতা / উপনেতা এবং কেন্দ্রফান্ড পরিচালনার জন্য রেজুলেশন বই ৫৯
চ. রেজুলেশন রেজিষ্টার ৬০
ছ. ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ১০টি পালনীয় সিদ্ধান্ত ৬১
জ. ইসলামি ক্ষুদ্রঋণের প্রশিক্ষণসূচি ৬২

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণের তত্ত্ব

১. ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ : সংজ্ঞা ও নীতিমালা

ক্ষুদ্রঋণ বলতে বুঝায় ঐ ঋণ বা আর্থিক সেবা যা দরিদ্রকে বিশেষ শর্তাধীনে সহায়ক জামানত ছাড়াই প্রদান করা হয়। কেননা এসব দরিদ্র মানুষ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পাওয়ার উপযুক্ত নয়। ক্ষুদ্রঋণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, ক্ষুদ্র বীমা ক্ষুদ্রঋণের আর্থিক সেবার আওতায় পড়ে।

ঐ সকল আর্থিক সেবা তারাই পেতে পারেন যাদের আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার মত আর্থিক সামর্থ্য নেই। ক্ষুদ্রঋণ পেতে জামানত দিতে হয় না। এ ঋণ আদায়ে কোর্টে মামলা হয় না। এক বছরের মধ্যে 'সপ্তাহ' ভিত্তিক কিস্তিতে ঋণ আদায় করা হয়। ঋণ পেতে হলে নিজেরা 'গ্রুপ' গঠন করতে হয়। গ্রুপের অন্যান্য সদস্যের সম্মতি নিয়ে গ্রুপের মধ্য থেকে একজনকে ঋণ প্রদান করা হয়। তিনি সময়মত ঐ ঋণ পরিশোধ করলে অন্যরা পর্যায়ক্রমে ঋণ পেয়ে থাকেন। গ্রুপের কেউ ঋণ পরিশোধ না করলে সবাই মিলে তা পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এভাবে ঋণের ঝুঁকি গ্রুপের সদস্যগন একত্রে বহন করে থাকেন।

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে 'রিবা' এবং 'ঘারার' নিষিদ্ধ। রিবা মানে সুদ। আর ঘারার মানে অনিশ্চয়তা। সূতরাং ইসলামি ক্ষুদ্রঋণের নীতিমালা ৪টি। যা দিয়ে রিবা ও ঘারার প্রতিরোধ করা যায়। যেমন -

ক. **ঝুঁকিতে অংশগ্রহণ :** ঋণ হতে হলে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ও গ্রহিতার মধ্যে সঠিক তথ্য বিনিময় হতে হবে। তাতে ঋণের ঝুঁকি উভয়ের মধ্যে বন্টন করা যায়।

খ. **পণ্য বা সেবায় রূপান্তর :** অর্থকে পণ্যে রূপান্তরিত করতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থ পণ্যে বা সেবায় রূপান্তরিত হয়ে অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন হতে হবে।

www.pathagar.com

গ. **শোষণহীনতা :** লেনদেনের এক পক্ষ অপর পক্ষকে শোষণ করবে না।

ঘ. **অবৈধ পণ্য ও সেবা নিষিদ্ধ :** ইসলামি শরীয়তে অবৈধ কোন পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে অর্থায়ন করা যাবে না।

একটি সুদ ভিত্তিক ঋণের কর্মসূচী উপরোক্ত প্রথম তিনটি নীতিমালাকে অনুসরন করতে পারে না। ব্যবসায়ে লোকসান হলেও একজন ঋণী ব্যক্তিকে ঠিকমত ঋণ পরিশোধ করতে হয়। ঋণ দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে ব্যবসায়িক ঝুঁকিতে অংশগ্রহণ করে না। তাছাড়া সুদ প্রথমেই আর্থিক ঋণ সৃষ্টি করে। অর্থ লেনদেনের সাথে পণ্যলেনদেনের কোন সম্পর্ক সুদী কারবারে থাকে না। ফলে সুদী কারবার ঋণ গ্রহীতাকে শোষণ করে থাকে। 'রিবা' এবং 'ঘারার' এর ফলে ঋণদাতা টাকার বিনিময়ে আরও বেশি টাকা লাভ করে। পক্ষান্তরে, ঋণ গ্রহীতা অনিশ্চয়তার মাঝে হাবুডুবু খায়। কিন্তু ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ পদ্ধতি দাতা ও গ্রহীতার মাঝে অর্থের ব্যবহার ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত ঝুঁকি বন্টন করে থাকে বিধায় রিবা ও ঘারারের উদ্ভব হয় না।

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ পদ্ধতি ব্যবসায়িক উদ্যোগ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করে। ছোট খাট অর্থনৈতিক কাজে প্রয়োজনীয় টাকার চাহিদা পূরন করে। তবে "টাকার সাথে পণ্যও সেবার সম্পর্ক" সৃষ্টি করে থাকে। ব্যবসায়িক ঝুঁকিতে অংশগ্রহনের কারনে গ্রাহক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তার প্রতি 'সামাজিক সুবিচার' করা হয় ইসলামি নীতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে। যাকাত, সাদকা, ওয়াকফ, করজে হাসানা ইত্যাদি ফান্ড থেকে তাকে সাহায্য করা হয়। গ্রাহক যদি ক্রমশ: এতটা ধনী হয়ে থাকে যে তার উপর যাকাত ফরজ হয়, তখন তার নিকট থেকে যাকাত, সাদকা ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া বিনিয়োগ ঝুঁকি কমানোর জন্য ইসলামি বীমা 'তাকাফুল' ও গ্যারান্টি 'কিফালা' গ্রহণ করা যেতে পারে। এসব কিছু ইসলামি ক্ষুদ ঋণ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে। তাছাড়া ইসলামি ক্ষুদ্র বীমা কর্মসূচী ইসলামি নীতিমালা অনুযায়ী ডিপোজিট গ্রহণ, অর্থায়ন ও অন্যান্য 'আর্থিক সেবা' যেমন, যাকাত, সাদকা, ওয়াকফ ইত্যাদি আদায় ও বন্টন করতে পারে। সনাতন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী ধর্ম নিরপেক্ষ হওয়াতে এসব করার সুযোগ নেই। তাই ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী শ্রেষ্ঠ বলে প্রতীয়মান হয়।

www.pathagar.com

২. ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ পদ্ধতি

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান নগদ টাকা ঋণ দিতে পারে না। তবে বাই মুয়াজ্জাল, লীজিং, মুদারাবা এবং মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ও অর্থায়ন করতে পারে। ফলে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ সৃষ্টি হয়ে থাকে। নিম্নে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ পদ্ধতি আলোচনা করা হলো :

২.১ বাই-মুয়াজ্জাল

এটি একটি পণ্য বিক্রয় চুক্তি যেখানে মূল্য পরিশোধ পরে করতে হয়। এটি ইসলামি শরীয়াহ অনুমোদিত। নিম্নে বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতি বর্ণনা করা হল।

মনে করি, করিম খইল এর ব্যবসা করতে চায়। সে 'গরিবকে শোন' নামক এনজিও কে কথাটি জানায়। এখন ঐ এনজিও নির্ধারিত মূল্যে খইল ক্রয় করবে। পরে এনজিওটি পণ্যটির ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা ধার্য করে করিমের নিকট বিক্রয় করে দিবে। করিম পণ্যটি গ্রহণ করবে এবং পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করবে। এনজিও কর্তৃক পণ্যটির ক্রয়মূল্য ও ধার্যকৃত মুনাফা সম্পর্কে করিম জানতেও পারে নাও জানতে পারে। তবে পণ্যটি গ্রহণ করা ও মূল্য পরিশোধে তার রাজি হওয়াটাই আসল কথা।

বাই-মুয়াজ্জাল এর কতিপয় আর্থিক কাঠামো রয়েছে। নিম্নে সেগুলি আলোচনা করা হলো :

বাই মুয়াজ্জালে দুটি কিস্তিতে 'বিক্রয় চুক্তি' হয়ে থাকে। প্রথম চুক্তি হয়ে থাকে পণ্য বিক্রেতা ও ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবং দ্বিতীয় চুক্তি হয়ে থাকে গ্রাহক ও ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। নিম্নে এরূপ অর্থায়ন প্রক্রিয়ার ধাপগুলি দেখান হল।

বাই-মুয়াজ্জল পদ্ধতি-১

ক. গ্রাহক ক্রয় করতে ইচ্ছুক এরূপ পণ্য ঠিক করে বিক্রেতার কাছ থেকে ঐ পণ্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে।

www.pathagar.com

খ. গ্রাহক ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করে পণ্যটি বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে তার নিকট বিক্রয় করে।

গ. ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান গ্রাহক প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাজারে বিক্রেতাকে পণ্যটির মূল্য শোধ করে পণ্যটি ক্রয় করে।

ঘ. বিক্রেতা পণ্যটির মালিকানা ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করে।

ঙ. ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ক্রয় মূল্যের উপর মুনাফা যোগ করে পণ্যটি গ্রাহকের নিকট বাকীতে বিক্রয় করে। ফলে পণ্যটির মালিকানা গ্রাহকের নিকট চলে যায়।

চ. গ্রাহক পণ্যটি গ্রহণ করে এবং ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নিকট ঋণী থাকে। পরে সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণ শোধ করে।

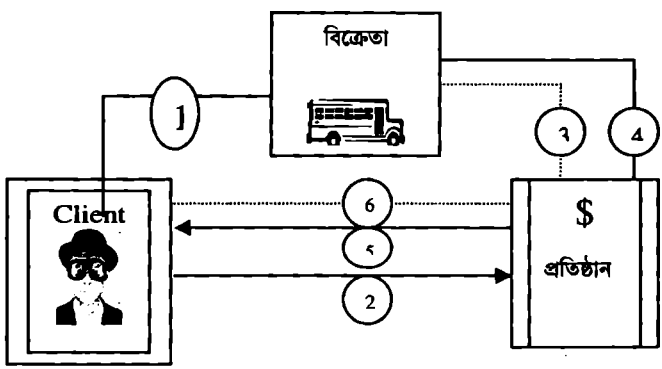

Dotted line indicates flow of funds

যেক্ষেত্রে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সরাসরি বাজার থেকে পণ্য ক্রয় করে গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করা সম্ভব হয় না, সেক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান গ্রাহককে তার 'এজেন্ট' নিয়োগ করে ঐ পণ্য বাজার থেকে কিনতে পারে। তাই পণ্যক্রয়ের প্রথম চুক্তি হয়ে থাকে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক ও বাজারে পণ্যবিক্রেতার মধ্যে। এরূপ পরিবর্তিত অবস্থায় বাই-মুয়াজ্জালের ধাপগুলো নিম্নরূপ:

www.pathagar.com

বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতি - ২

ক. ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহকের মধ্যে এই মর্মে চুক্তি হয় যে প্রতিষ্ঠানটি লাভে পণ্যবিক্রি করবে এবং গ্রাহক তা ক্রয় করবে। সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণ শোধ করবে।

খ. ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানটি গ্রাহককে এজেন্ট নিয়োগ করবে।

গ. গ্রাহক বাজারে পণ্যবিক্রেতা, পণ্যের পরিমান, মূল্য ইত্যাদি ঠিক করে লিখিতভাবে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে জানায়।

ঘ. বাজারে বিক্রেতা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের এজেন্টের নিকট পণ্যসরবরাহ করবে এবং প্রতিষ্ঠানটি তা তদারক করবে।

ঙ. ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান বাজারে পণ্য বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করবে।

চ. এজেন্ট হিসেবে গ্রাহকের চুক্তি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমাপ্ত হয়। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের নিকট পণ্য বিক্রি করল পরস্পরের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত লাভে এবং গ্রাহক এ পর্যায়ে পণ্যটি গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানের নিকট ঋণী থাকবে।

ছ. গ্রাহক সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণ শোধ করবে।

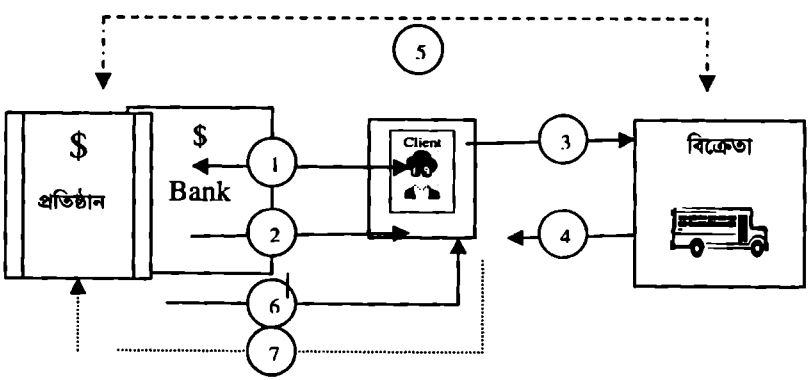

Dotted line indicates flow of funds

www.pathagar.com

উপরে বর্ণিত দুই রকম বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতির মধ্যে 'গ্রাহক এজেন্ট' হিসেবে পণ্য ক্রয়ের প্রথম চুক্তি করার রকমটি উত্তম বলে বিবেচিত। কেননা গ্রাহক তার ইচ্ছা অনুযায়ী পণ্য ক্রয় করতে পারে। ফলে লোকসানের ঝুঁকি কমে যায়। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের জন্য এ রকম বাই- মুয়াজ্জালের অধীনে লেনদেনও সহজ। তাই বিনিয়োগ ঝুঁকি কম থাকে। এরূপ বাই-মুয়াজ্জালে 'গ্রাহকের সন্তুষ্টি' বিধান করা যায় বলে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সফলতা বেশি হতে পারে।

বাই মুয়াজ্জালের শর্তাবলি

কখনো কখনো বাই-মুয়াজ্জালকে সুদের মত মনে হতে পারে। বাই-মুয়াজ্জালের নির্ধারিত মুনাফাকে ঘুরিয়ে সুদ খাওয়ার মত দেখা যেতে পারে। বাই-মুয়াজ্জালের পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি সতর্কতা অবলম্বন করা না হয় তবে সুদ ও মুনাফার পার্থক্য বুঝা যাবে না। তাই ইসলামি শরীয়াহ বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত আরোপ করেছে, যাতে তা সুদ থেকে আলাদা হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, আরও কিছু শর্ত রয়েছে যা এ পদ্ধতিকে ঘারার থেকে মুক্ত রাখে। এ ধরনের শর্তাবলী অনেক। তাই উপরোক্ত ভুল ধারণা দূর করার জন্য বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত নিম্নে আলোচনা করা হল।

ঝুঁকি এবং আয়

ইসলামি শরীয়তের 'দায়ের সাথে আয়' সম্পৃক্ত বিধান অনুসারে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই কিছু না ঝুঁকি বহন করতে হবে। যেমন, পণ্যের 'মূল্য ঝুঁকি' বা পণ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি ইত্যাদি। ঝুঁকি বহন না করলে ক্রয়-বিক্রয়ের আয় হালাল হবে না। মনে রাখতে হবে যে সুদী ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানও কিন্তু ঋণ অনাদায়ের ঝুঁকি বহন করে। কিন্তু তাদের আয় হালাল হওয়ার জন্য ইসলামি শরীয়তে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয় না। সুতরাং ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের আয় হালাল হওয়ার জন্য এবং সুদ সম্পর্কিত সকল সন্দেহের উর্ধে থাকার জন্য উপরে বর্নিত বাই-মুয়াজ্জালের ধাপগুলি যথাযথভাবে অনুসরন করতে হবে। বিক্রির সময় পণ্য অবশ্যই বিক্রেতার দখলে থাকতে হবে। ইসলামি ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রাহকের নিকট পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যটি অবশ্যই তার দখলে থাকতে হবে। তাহলে পণ্যের মূল্য ঝুঁকি ও নষ্ট হয়ে

www.pathagar.com

যাওয়ার ঝুঁকি বহন হয়ে যায়। এসব ঝুঁকি বহন করার ফলে বিক্রিত পণ্যের মুনাফা হালাল হয়ে থাকে এ কথা আগেই উলেখ করা হয়েছে। এসব ঝুঁকি যদি ক্ষুদ্রতম সময়ের জন্য ও হয়ে থাকে, তাতে দোষের কিছু নেই। ইসলামি শরীয়তের দৃষ্টিতে ঐ ঝুঁকির কারনেই পণ্য বিক্রয়ের মুনাফা সুদের মত হয় না।

প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় এবং ক্রয়-বিক্রয়ের ওয়াদা এক নয়। বাই-মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান বা তার গ্রাহক পণ্যক্রয়ের ওয়াদা করে যা তার জন্য নৈতিক দায় দায়িত্বের সৃষ্টি করে। তাই পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের ওয়াদা কোন অবস্থাতেই ভঙ্গ করা যাবে না। তাছাড়া হারাম কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না।

মূল্য নির্ধারণ

একটি পণ্য বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে- পণ্যটি সম্পর্কে জানা, পণ্যটির নির্ধারিত মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের নিয়ম অবহিত হওয়া। বাই-মুয়াজ্জাল চুক্তি করার সময় পণ্য মূল্য নির্ধারিত হয় এবং মূল্য পরিশোধের নিয়ম ও কিস্তি নির্ধারনের ফলে ঠিক হয়ে থাকে। ফলে চুক্তির পক্ষদ্বয়ের মাঝে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কোন 'ঘারার' বা অনিশচয়তা থাকে না যা ভবিষ্যতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে।

বাই-মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রে মুনাফার হার নির্ধারিত হয় প্রচলিত সুদের হারের মতই। যেহেতু একই সমাজে সুদী ঋণ দান প্রতিষ্ঠান ও ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি কাজ করে সেহেতু বিষয়টি একই রকম মনে হলেও ইসলামি শরীয়তে বাই-মুয়াজ্জালকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ইজারা

কোন সম্পদ ভাড়া করাকে ইজারা বলে। যেমন– বাড়ী, গাড়ি, সেচ পাম্প ইত্যাদি ইজারা নেওয়া যায়। ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ইজারাকৃত সম্পদের মালিক থাকে। ইজারা গ্রহীতা শুধুমাত্র সম্পদটির ব্যবহারিক সুবিধা পেয়ে থাকে। ইজারার মেয়াদ শেষে সম্পদটি মালিকের (ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের) নিকট ফেরত যাবে। তবে সম্পদটি ইজারা প্রদান করার জন্য ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ইজারা গ্রহীতার কাছ থেকে কিস্তিতে নগদ টাকা আদায় করতে পারে। প্রতিটি কিস্তিতে সম্পদের মূল্য ও ভাড়া অন্তর্ভুক্ত থাকে। মেয়াদ শেষে

www.pathagar.com

ইজারা দেওয়া সম্পদ গ্রাহকের নিকট নাম মাত্র মূল্যে বিক্রি হয়ে থাকে। ইজারাকালীন সময়ে সম্পদের চলতি খরচ যদি কিছু থাকে, তবে তা ইজারা গ্রহীতাকে বহন করতে হয়। যেহতু মেয়াদ শেষে নাম মাত্র মূল্যে সম্পদটি ইজারা গ্রহীতার নিকট বিক্রির শর্ত থাকে সেহেতু সম্পদটির উত্তম ব্যবহার ইজারা গ্রহীতা করে থাকেন। তাই চলিত খরচ তেমন একটা হয়না। ইজারা চুক্তি ও বিক্রয় চুক্তি আলাদা হতে হবে। ইজারা শেষে বিক্রয় চুক্তি হওয়া উত্তম।

কোন কোন সম্পদ ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহক শেয়ারে ক্রয় করতে পারে এবং প্রতিষ্ঠানের অংশ গ্রাহকের নিকট ইজারা প্রদান করতে পারে। মেয়াদ শেষে গ্রাহক সম্পদের সম্পূর্ন মালিক হয়ে যায়। ইজারাকালীন সময়ে সম্পদের উত্তম ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষনের জন্য এরূপ ইজারা পদ্ধতি ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের জন্য উত্তম।

উপরোক্ত বাই-মুয়াজ্জালও ইজারা পদ্ধতিতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাস্তব কিছু সমস্যা হয়। তাই নগদ টাকার লেন-দেনই উত্তম। ইসলামি শরীয়া'হ মোতাবেক মুদারাবা পদ্ধতিতে গ্রাহককে নগদ টাকা দেওয়া যেতে পারে। তাতে কোন সুদ হবে না। নিম্নে মুদারাবা পদ্ধতি আলোচনা করা হলো–

২.২ মুদারাবা

গ্রাহকের পছন্দসই ব্যবসায়ে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান মুদারাবা পদ্ধতিতে নগদ অর্থ প্রদান করতে পারে। ইসলামি ক্ষদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান নিজেদের পছন্দসই ব্যবসায়ে অথবা গ্রাহক এবং প্রতিষ্ঠান উভয়ের পছন্দসই ব্যবসায়েও মুদারাবা নীতিতে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইসলামি ক্ষদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হলো 'সাহেব আল মাল' বা পূঁজির মালিক এবং গ্রাহক হলো 'মুদারিব' বা উদ্যোক্তা যিনি তাঁর শ্রম ও মেধা দিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করবেন। মুনাফা পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে উভয়ের মধ্যে ভাগ হবে। লোকসান হলে প্রতিষ্ঠান তা সম্পূর্ন বহন করবে। উদ্যোক্তার পরিশ্রম বৃথা যাবে। সে কোন আর্থিক ক্ষতি বহন করবে না।

মুদারাবার ক্ষেত্রে মুনাফা পূর্ব নির্ধারিত নয়। ব্যবসায় শেষে মুনাফার পরিমান জানা যায়। তবে ব্যবসায়ের শুরুতে মুনাফার পরিমান কি হতে পারে তা অনুমান করা যায়। প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনে মুদারিব সচেষ্ট থাকেন। তাই প্রকৃত মুনাফা প্রত্যাশিত মুনাফা হতে একটু কম বেশী হয়ে থাকে। তাই মুদারাবা পদ্ধতিতে

www.pathagar.com

প্রাক্কলিত মুনাফা অর্থাৎ প্রত্যাশিত মুনাফা নির্ণয় করা যায়। প্রকৃত মুনাফার সাথে সমন্বয়সাধন করে লাভ লোকসান হিসাব করা যায়। প্রাককলিত মুনাফা কম করে নির্ধারন করাই উত্তম। এ সব করতে হলে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ফিল্ড অফিসার ও গ্রাহকের মধ্যে ব্যবসায় সংক্রান্ত সঠিক তথ্য জানা থাকতে হবে। চূড়ান্ত মুনাফা সমন্বয় হতে হবে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের একক সিদ্ধান্তে। তবে তা প্রতিষ্ঠানটির বাই-মুয়াজ্জাল ও লীজিং পদ্ধতির মুনাফার হারের চেয়ে বেশী হবে না। তাতে গ্রাহক ও প্রতিষ্ঠান উভয়ের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

ক্ষুদ্রঋণ হলো জামানত মুক্ত। তবে গ্রুপভিত্তিক। এ ঋণের জন্য প্রয়োজন সাপ্তাহিক কিস্তি শোধ, গ্রুপ সদস্যদের মধ্যে ব্যাক্তিগত সঞ্চয়, অংশিদারিত্বের ব্যবস্থাপনা এবং গ্রুপ শৃঙ্খলা ও নিয়ম নীতি মেনে চলা। সাধারনতঃ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ব্যবসায় কম ঝুঁকিপূর্ন কিন্তু লাভ বেশী। কারণ ছোট সুন্দর এবং বাস্তব। তা ছাড়া 'ক্রমহ্রাসমান নীতি' ক্ষুদ্রঋণের উৎপাদনের ক্ষেত্রে কার্যকর নহে। অতএব ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান মুদারাবা নীতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসায় নগদ অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে। ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগন ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান থেকে নগদ অর্থ পেতে পারেন।

শুরুতে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান মুদারাবা ভিত্তিক ব্যবসায়ের সম্পূর্ন মালিক থাকে। তাই পূর্ব নির্ধারিত প্রভিশনাল মুনাফার পুরাটাই ঐ প্রতিষ্ঠানের। গ্রাহক সাপ্তাহিক কিস্তি শোধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করেন মাত্র। এ ভাবে গ্রাহকের নিকট সাপ্তাহিক কিস্তিতে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন করে থাকে।

উদাহরনস্বরূপ, একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সাপ্তাহিক ১৫০০ (পনেরশত) টাকা মুনাফা অর্জন করেন। ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান তাকে মুদারাবা নীতিতে ১৫০০০ (পনের হাজার) টাকা বিনিয়োগ দিল ৪৫টি সাপ্তাহিক কিস্তিতে শোধ করতে হবে - এই শর্তে। ফলে প্রত্যেক সাপ্তাহিক কিস্তি ৩৩৩ (তিনশত তেত্রিশ) টাকা শোধ করার মাধ্যমে ঐ প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ব্যবসায়ের শেয়ার সে ক্রয় করে। প্রতি শেয়ার এর মুনাফা হচ্ছে ৩৩ (তেত্রিশ) টাকা (১৫০০/৪৫)। ইসলামি প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহক এই মর্মে চুক্তি করেন যে, মুনাফার ১০% পাবে প্রতিষ্ঠান এবং ৯০% পাবে গ্রাহক। প্রথম সপ্তাহে সম্পূর্ণ, শেয়ার যেহেতু

www.pathagar.com

প্রষ্ঠানের মালিকানায় থাকে সেহেতু প্রতিষ্ঠানটি সাপ্তাহিক মুনাফার ১৫০০ (পনেরশত) টাকার ১০% হারে ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা পাবে। গ্রাহক ৯০% হারে পাবে ১৩৫০ (তেরশত পঞ্চাশ) টাকা। এই ১৩৫০ (তেরশত পঞ্চাশ) টাকা থেকে গ্রাহক একটি শেয়ার ক্রয় করার জন্য ৩৩৩ (তিনশত তেত্রিশ) টাকা ব্যয় করবে। দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রতিষ্ঠানটি সাপ্তাহিক মুনাফা ১৫০০ (পনেরশত) টাকার ১০%* ৪৪/৪৫ পাবে যেহেতু এখন ৪৫ (পয়তালিলশ) টি শেয়ারের মধ্যে মাত্র ৪৪ টি শেয়ার তার নিকট রয়েছে। সুতরাং প্রতিষ্ঠান পাবে ১৪৭ (একশত সাতচলিলশ) টাকা। বাকী (১৫০০ - ১৪৭) = ১৩৫৩ টাকা পাবে গ্রাহক। অন্য ভাবে বলা যায়, গ্রাহক পায় (০.৯০* ১৪৬৭+৩৩)। এখানে ১৪৬৭ টাকা মুনাফা ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে ভাগাভাগি করতে হবে। কিন্তু ৩৩ (তেত্রেশ) টাকা হচ্ছে প্রতি শেয়ার এর মুনাফা। মনে রাখতে হবে, গত সপ্তাহে খরিদকৃত শেয়ার গ্রাহকের। অতএব গ্রাহকের নিজের শেয়ারের অর্জিত মুনাফা ভাগাভাগির দরকার নেই। তবে দ্বিতীয় শেয়ার ক্রয় করার জন্য গ্রাহক অর্জিত মুনাফার ৩৩৩ (তিনশত তেত্রিশ) টাকা ব্যয় করবে। এরূপ শেয়ার ক্রয় ৪৫ তম সপ্তাহ পর্যন্ত চলতে থাকবে। তাতে সারনী -১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান পায় মোট ৩,৪৫০ (তিন হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকা এবং গ্রাহক পায় ৬৪,০৫০ (চৌষট্রি হাজার পঞ্চাশ) টাকা। গ্রাহকের কিস্তি পরিশোধের তালিকা সারনী - ২ তে দেখানো হলো। সাপ্তাহিক কিস্তিতে শোধ করার ক্ষেত্রে প্রকৃত মুনাফা প্রভিশনাল মুনাফার চাইতে কম হবে না। সুতরাং ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে মুদারাবা নীতি বাস্তবায়নে তেমন কোন ঝুঁকি নেই বললেই চলে। প্রকৃত মুনাফা যদি বেশিও হয়ে থাকে তবে তাতে প্রতিষ্ঠানের কোন দাবি থাকবে না। সুতরাং সাপ্তাহিক মুনাফার পরিমান ধার্য করা হয়েছে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ ব্যবসায়ের শেয়ার ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে যাতে মুদারাবা নীতিকে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থায় খাপ খাওয়ানো যায়। মুদারাবা নীতিতে সাপ্তাহিক কিস্তির পরিমান কম-বেশী হবে। তাতে ইসলামি ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহকের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হবে না যদি সাপ্তাহিক কিস্তির তালিকা উভয়ের স্বাক্ষর সহ রেজিষ্টার বই ও পাশ বইয়ের সাথে গেঁথে রাখা হয় এবং যদি এসব হিসাব অন্যান্য হিসাবের বই থেকে আলাদা করে রাখা হয়। আশা করা যায় মুদারাবা নীতি বাই-মুয়াজ্জাল নীতিতে বিনিয়েগের অসুবিধা দূর হবে।

www.pathagar.com

সারণী-১: মুদারাবা নীতিতে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহকের মধ্যে মুনাফা ভাগাভাগির উদাহরন

সপ্তাহ	মুনাফা ভাগাভাগি	ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের আয়	গ্রাহকের আয়
১	৪৫/ ৪৫*১৫০০=১৫০০	১৫০০*১০%=১৫০	১৫০০*৯০%+০=১৩৫০
২	৪৪/৪৫*১৫০০=১৪৬৭	১৪৬৭*১০%=১৬৭	১৪৬৭*৯০%+৩৩=১৩৫৩
৩	৪৩/৪৫*১৫০০=১৪৩৩	১৪৩৩*১০%=১৪৩	১৪৩৩*৯০%+৬৭=১৩৫৭
৪	৪২/৪৫*১৫০০=১৪০০	১৪০০*১০%=১৪০	১৪০০*৯০%+১০০=১৩৬০
৫	৪১/৪৫*১৫০০=১৩৬৭	১৩৬৭*১০%=১৩৭	১৩৬৭*৯০%+১৩৩=১৩৬৩
৬	৪০/৪৫*১৫৫=১৩৩৩	১৩৩৩*১০%=১৩৩	১৩৩৩*৯০%+১৬৭=১৩৬৭
৭	৩৯/৪৫*১৫০০=১৩০০	১৩০০*১০%=১৩০	১৩০০*৯০%+২০০=১৩৭০
৮	৩৮/৪৫*১৫০০=১২৬৭	১২৬৭*১০%=১২৭	১২৬৭*৯০%+২৩৩=১৩৭৩
৯	৩৭/৪৫*১৫০০=১২৩৩	১২৩৩*১০%=১২৩	১২৩৩*৯০%+২৬৭=১৩৭৭
১০	৩৬/৪৫*১৫০০=১২০০	১২০০*১০%=১২০	১২০০*৯০%+৩০০=১৩৮০
১১	৩৫/৪৫*১৫০০=১১৬৭	১১৬৭*১০%=১১৭	১১৬৭*৯০%+৩৩৩=১৩৮৩
১২	৩৪/৪৫*১৫০০=১১৩৩	১১৩৩*১০%=১১৩	১১৩৩*৯০%+৩৬৭=১৩৮৭
১৩	৩৩/৪৫*১৫০০=১১০০	১১০০*১০%=১১০	১১০০*৯০%+৪০০=১৩৯০
১৪	৩২/৪৫*১৫০০=১০৬৭	১০৬৭*১০%=১০৭	১০৬৭*৯০%+৪৩৩=১৩৯৩
১৫	৩১/৪৫*১৫০০=১০৩৩	১০৩৩*১০%=১০৩	১০৩৩*৯০%+৪৬৭=১৩৯৭
১৬	৩০/৪৫*১৫০০=১০০০	১০০০*১০%=১০০	১০০০*৯০%+৫০০=১৮০০
১৭	২৯/৪৫*১৫০০=৯৬৭	৯৬৭*১০%=৯৭	৯৬৭*৯০%=৫৩৩+১৪০৩
১৮	২৮/৪৫*১৫০০=৯৩৩	৯৩৩*১০%=৯৩	৯৩৩*৯০%+৫৬৭=১৪০৭
১৯	২৭/৪৫*১৫০০=৯০০	৯০০*১০%=৯০	৯০০*৯০%+৬০০=১৪১০
২০	২৬/৪৫*১৫০০=৮৬৭	৮৬৭*১০%=৮৭	৮৬৭*৯০%+৬৩৩=১৪১৩
২১	২৫/৪৫*১৫০০=৮৩৩	৮৩৩*১০%=৮৩	৮৩৩*৯০%+৬৬৭=১৪১৭
২২	২৪/৪৫*১৫০০=৮০০	৮০০*১০%=৮০	৮০০*৯০%+৭০০=১৪২০
২৩	২৩/৪৫*১৫০০=৭৬৭	৭৬৭*১০%=৭৭	৭৬৭*৯০%+৭৩৩=১৪২৩

www.pathagar.com

২৪	২২/৪৫*১৫০০=৭৩৩	৭৩৩*১০%=৭৩	৭৩৩*৯০%+৭৬৭=১৪২৭
২৫	২১/৪৫*১৫০০=৭০০	৭০০*১০%=৭০	৭০০*৯০%+৮০০=১৪৩০
২৬	২০/৪৫*১৫০০=৬৬৭	৬৬৭*১০%=৬৭	৬৬৭*৯০%+৮৩৩=১৪৩৩
২৭	১৯/৪৫*১৫০০=৬৩৩	৬৩৩*১০%=৬৩	৬৩৩*৯০%+৮৬৭=১৪৩৭
২৮	১৮/৪৫*১৫০০=৬০০	৬০০*১০%=৬০	৬০০*৯০%+৯০০=১৪৪০
২৯	১৭/৪৫*১৫০০=৫৬৭	৫৬৭*১০%=৫৭	৫৬৭*৯০%+৯৩৩৩=১৪৪৩
৩০	১৬/৪৫*১৫০০=৫৩৩	৫৩৩*১০%=৫৩	৫৩৩*৯০%+৯৬৭=১৪৪৭
৩১	১৫/৪৫*১৫০০=৫০০	৫০০*১০%=৫০	৫০০*৯০%+১০০০=১৪৫০
৩২	১৪/৪৫*১৫০০=৪৬৭	৪৬৭*১০%=৪৭	৪৬৭*৯০%+১০৩৩=১৪৫৩
৩৩	১৩/৪৫*১৫০০=৪৩৩	৪৩৩*১০%=৪৩	৪৩৩*৯০%+১০৬৭=১৪৫৭
৩৪	১২/৪৫*১৫০০=৪০০	৪০০*১০%=৪০	৪০০*৯০%+১১০০=১৪৬০
৩৫	১১/৪৫*১৫০০=৩৬৭	৩৬৭*১০%=৩৭	৩৬৭*৯০%+১১৩৩=১৪৬৩
৩৬	১০/৪৫*১৫০০=৩৩৩	৩৩৩*১০%=৩৩	৩৩৩*৯০%+১১৬৭=১৪৬৭
৩৭	৯/৪৫*১৫০০=৩০০	৩০০*১০%=৩০	৩০০*৯০%+১২০০=১৪৭০
৩৮	৮/৪৫*১৫০০=২৬৭	২৬৭*১০%=২৭	২৬৭*৯০%+১২৩৩=১৪৭৩
৩৯	৭/৪৫*১৫০০=২৩৩	২৩৩*১০%=২৩	২৩৩*৯০%+১২৬৭=১৪৭৭
৪০	৬/৪৫*১৫০০=২০০	২০০*১০%=২০	২০০*৯০%+১৩০০০=১৪৮০
৪১	৫/৪৫*১৫০০=১৬৭	১৬৭*১০%=১৭	১৬৭*৯০%+১৩৩৩৩=১৪৮৩
৪২	৪/৪৫*১৫০০=১৩৩	১৩৩*১০%=১৩	১৩৩*৯০%+১৩৬৭=১৪৮৭
৪৩	৩/৪৫*১৫০০=১০০	১০০*১০%=১০	১০০*৯০%+১৪০০=১৪৯০
৪৪	২/৪৫*১৫০০=৬৭	৬৭*১০%=৭	৬৭*৯০%+১৪৩৩=১৪৯৩
৪৫	১/৪৫*১৫০০=৩৪	৩৩*১০%=৪	৩৩*৯০%+১৪৬৭=১৪৯৬
	মোট (টাকা)	৩,৪৫০	৬৪,০৫০

www.pathagar.com

সারনী ২: মুদারাবা নীতিতে গ্রাহকের কিস্তি পরিশোধের তালিকা

সপ্তাহ	শেয়ার ক্রয় (টাকা)	মুনাফা ভাগাভাগি (টাকা)	মোট পরিশোধ (টাকা)
১	৩৩৩	১৫০	৪৮৩
২	৩৩৩	১৪৭	৪৭৯
৩	৩৩৩	১৪৩	৪৭৬
৪	৩৩৩	১৪০	৪৭৩
৫	৩৩৩	১৩৭	৪৬৯
৬	৩৩৩	১৩৩	৪৬৬
৭	৩৩৩	১৩০	৪৬৩
৮	৩৩৩	১২৭	৪৫৯
৯	৩৩৩	১২৩	৪৫৬
১০	৩৩৩	১২০	৪৫৩
১১	৩৩৩	১১৭	৪৫০
১২	৩৩৩	১১৩	৪৪৬
১৩	৩৩৩	১১০	৪৪৩
১৪	৩৩৩	১০৭	৪৪০
১৫	৩৩৩	১০৩	৪৩৬
১৬	৩৩৩	১০০	৪৩৩
১৭	৩৩৩	৯৭	৪৩০
১৮	৩৩৩	৯৩	৪২৬
১৯	৩৩৩	৯০	৪২৩
২০	৩৩৩	৮৭	৪২০
২১	৩৩৩	৮৪	৪১৭
২২	৩৩৩	৮০	৪১৩
২৩	৩৩৩	৭৭	৪১০

www.pathagar.com

২৪	৩৩৩	৭৩	৪০৬
২৫	৩৩৩	৭০	৪০৩
২৬	৩৩৩	৬৭	৪০০
২৭	৩৩৩	৬৩	৩৯৬
২৮	৩৩৩	৬০	৩৯৩
২৯	৩৩৩	৫৭	৩৯০
৩০	৩৩৩	৫৩	৩৮৬
৩১	৩৩৩	৫০	৩৮৩
৩২	৩৩৩	৪৭	৩৮০
৩৩	৩৩৩	৪৩	৩৭৬
৩৪	৩৩৩	৪০	৩৭৩
৩৫	৩৩৩	৩৭	৩৭০
৩৬	৩৩৩	৩৩	৩৬৬
৩৭	৩৩৩	৩০	৩৬৩
৩৮	৩৩৩	২৭	৩৬০
৩৯	৩৩৩	২৩	৩৫৬
৪০	৩৩৩	২০	৩৫৩
৪১	৩৩৩	১৭	৩৫০
৪২	৩৩৩	১৩	৩৪৬
৪৩	৩৩৩	১০	৩৪৩
৪৪	৩৩৩	৭	৩৪০
৪৫	৩৪৮	৪	৩৫২
মোট (টাকা)		৩,৫০০	১৮,৫০০

www.pathagar.com

২.৩ মুশারাকা

মুশারাকা নীতিতে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহক যৌথভাবে অংশীদারী ব্যবসায় করবে। উভয়ে ব্যবসায়ের পুঁজি দিবে এবং ব্যবসায় করবে। যদি লোকসান হয় তবে তা পুঁজির অনুপাতে উভয়ের মধ্যে ভাগ হবে। কিন্তু মুনাফা উভয়ের সম্মতিক্রমে যে কোন অনুপাতে ভাগ হতে পারে। মুদারাবা নীতির ক্ষেত্রে বর্নিত সকল বিষয় মুশারাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইসলামি ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের নিকট মুশারাকা বেশী নিরাপদ। কেননা তাতে গ্রাহকের পুঁজি দেওয়া থাকে এবং ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৩. ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা

বাই-মুয়াজ্জাল

সুবিধাসমূহ

ক. ব্যাবসায়ের লিখিত হিসাব নিকাশ গ্রাহককে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে জমা দিতে হয় না।

খ. সাপ্তাহিক কিস্তি জমার পরিমান চুক্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

গ. চুক্তি অনায়াসে বাস্তবায়ন করা যায়।

ঘ. গ্রাহক ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য ভুল করতে পারে না। অর্থাৎ মুনাফা হলে লোকসান দেখানোর কোন সুযোগ থাকে না।

ঙ. গ্রাহকের সাথে বিরোধ দেখা দিতে পারে এমন অনিশ্চয়তামূলক বিষয় থেকে দূরে থাকা যায়।

চ. ইসলামি শরীয়তে নিষিদ্ধ পণ্য যেমন, শুকুরের মাংশ; মদ ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয়ে অর্থায়ন করা হয় না।

লীজিং

সুবিধাসমূহ

ক. লীজকালিন সময়ের জন্য ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান লীজকৃত সম্পত্তির মালিক থাকে। গ্রাহক শুধু সম্পত্তির ব্যবহারিক সুবিধা লাভ করেন।

খ. নগদ কিস্তির পরিমান এভাবে নিরুপন করা হয়ে থাকে যেন সম্পদের মূল্য ও প্রতিষ্ঠানের মুনাফা আদায় হয়ে থাকে।

গ. সম্পদের ক্ষতির জন্য লীজ গ্রহীতাকে দায়ী করা যায়। ফলে লীজ দাতার ঝুঁকি কমে যায়। তাছাড়া ইসলামি বীমা পলিসির মাধ্যমেও লীজকৃত

www.pathagar.com

সম্পদের ঝুঁকি কমানো যায়। বীমা খরচ লীজের নগদ কিস্তির সাথে দেখানো যায়।

ঘ. গ্রাহক যদি কোন শর্ত ভঙ্গ করে সমস্যার সৃষ্টি করে তবে লীজদাতা একতরফাভাবে লীজ প্রত্যাহার করতে পারেন এবং সম্পত্তি নিজ দখলে আনতে পারেন।

ঙ. গ্রাহকের অবহেলা অথবা দুর্বব্যবহারের ফলে সম্পদ বিনষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরন আদায় করা যায়।

চ. লীজকৃত সম্পত্তি মেয়াদ শেষে গ্রাহকের নিকট বিক্রি করার আলাদা চুক্তি থাকলে তা যে কোন অনিশ্চয়তাকে দূর করে, কেননা লীজ চুক্তি ও লীজকৃত সম্পত্তির বিক্রি চুক্তি উভয় একত্রে হয়ে থাকে এবং চুক্তিদ্বয় পরস্পর নির্ভরশীল।

বাই-মুয়াজ্জাল ও লীজিং

অসুবিধাসমূহ

ক. বাই-মুয়াজ্জাল ও লীজিং পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রাহকের সাথে নগদ লেনদেন করা যায় না।

খ. মাঝে মাঝে এ সকল পদ্ধতি সুদী কারবারের মত হয়ে যেতে পারে।

গ. ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতিশ্রুতি এবং প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় এক রকম নহে।

ঘ. লীজিং এর ক্ষেত্রে সম্পদের ঝুঁকি ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নুন্যতম হলেও বহন করতে হয়।

মুদারাবা এবং মুশারাকা

সুবিধাসমূহ

ক. নগদ অর্থের লেন-দেন করা যায়। যা অতি জনপ্রিয় পদ্ধতি বাই-মুয়াজ্জলের ক্ষেত্রে করা যায় না।

খ. প্রকৃত পণ্যও সেবার প্রবৃদ্ধি ঘটে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

অসুবিধাসমূহ

ক. কিস্তির পরিমান প্রতি সপ্তাহে সমান নহে।

খ. হিসাবের কাগজ-পত্র আলাদা রাখতে হয় যেন বাই-মুয়াজ্জাল ও লীজিং এর হিসাব পত্রের সাথে একত্রিত হয়ে না যায়।

www.pathagar.com

৪. ইসলামি ও সনাতন ক্ষুদ্রঋণের পার্থক্য

	ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ	সনাতন ক্ষুদ্রঋণ
১. উদ্দেশ্য	নৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা।	নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা।
২. ভিত্তি	ইসলামি শরীয়া আইন	পুঁজিবাদ
৩. ফান্ডের উৎস	১. বিদেশী অর্থ, ২. গ্রাহকদের সঞ্চয়, ৩. যাকাত, ৪. সাদাকাহ, ৫. ওয়াকফ, ৬. কর্জে হাসানা	১. বিদেশী অর্থ। ২. গ্রাহকদের সঞ্চয়।
৪. সম্পদ	ঝুঁকিতে অংশগ্রহণ ভিত্তিক।	সুদ ভিত্তিক।
৫. অর্থায়ন	পণ্য ও সেবার সাথে অর্থকে সম্পৃক্ত করে।	পণ্য ও সেবার সাথে অর্থের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত নহে।
৬. সম্পর্ক	অর্থায়ন পদ্ধতির সাথে পরিবর্তন হয়।	দাতা-গ্রহিতার স্থায়ী সম্পর্ক।
৭. তথ্য	সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য জানা থাকে।	সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য জানা থাকে না।
৮. টার্গেট গ্রুপ	পরিবার।	নারী ও পুরুষ।
৯. কার্যকারিতা	দারিদ্র্য বিমোচনে খুবই কার্যকর।	দারিদ্র্য বিমোচনে কম কার্যকর।
১০. ঋণ খেলাপী সঞ্চালন	ইসলামি রীতি ও মূল্যবোধ অনুযায়ী ঋণ খেলাপীদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।	গ্রুপ/কেন্দ্র থেকে চাপ বা হুমকি প্রদান করা হয়।
১১. সমাপন	ন্যায় ভিত্তিক এবং শোষনমুক্ত।	ন্যায় ভিত্তিক এবং শোষনমুক্ত নয়।

www.pathagar.com

৫. ইসলামি ক্ষুদ্রঋণের শ্রেষ্ঠত্ব

আয় রোজগার সংস্থানের ক্ষেত্রে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকর। এ ব্যবস্থা গ্রাহকদেরকে ইসলামি শিক্ষা প্রদান করে থাকে যাতে গ্রাহকদের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত হয়। ফলে অধিকতর শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন যাপনে তারা অভ্যস্থ হয়। তাদের মধ্যে পেশাদারিত্বের মনোভাব, কঠোর পরিশ্রমী হওয়া, অন্যের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া, উৎপাদনশীল ভাল কাজে প্রতিযোগীতা করা, সৎ জীবন যাপনে আগ্রহী হওয়া, সময় সামর্থ্য ও সম্পদের অপচয় রোধ করা ইত্যাদি বিশেষ গুণাবলীর সৃষ্টি হয়। এসব গুণাবলী সবাই মিলে মিশে ইসলামি ভ্রাতৃতবোধকে সমুন্নত রেখে এক উম্মত হিসেবে জীবন যাপনে সহায়তা করে। ফলে সুখী সুন্দর ও সমন্বিত সমাজ গড়ে উঠে। যেহেতু ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ সেহেতু গ্রাহকদের মাঝে ও সাধারন সমাজে সুদের প্রতি ঘৃনা রয়েছে। তাই সনাতন এনজিওগুলি ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দ্বারা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে এবং ক্রমশঃ তাদের শোষণ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে 'ইসলামি শরীয়া' হচ্ছে গ্রাহকদের সাথে সম্পর্ক রক্ষার একমাত্র আদর্শিক ভিত্তি। পক্ষান্তরে 'সুদ' গ্রাহকদের সাথে দাতা-গ্রহীতার শোষণমূলক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। ইসলামের কালজয়ী আদর্শ ও তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের সাথে একটি আদর্শিক ও উন্নত সম্পর্ক সৃষ্টি করে থাকে যাকাত, ওয়াকফ, সাদাকা, কর্জে হাসানা ইত্যাদির দারা গঠিত কল্যাণ ফান্ডের মাধ্যমে।

ইসলামি কল্যাণ ফান্ডের সহায়তা লাভের ফলে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ফলে তাদের আয়, সঞ্চয় ও পুঁজি গঠন ইত্যাদি বৃদ্ধি পায় সনাতন এনজিওদের গ্রাহকদের তুলনায় বেশী। তদুপরি গ্রাহকদেরকে একটি উন্নততর ক্ষুদ্রঋণ সেবা প্রদান সম্ভব হয় বিধায় ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ীক ঝুঁকি হ্রাস পায়। সব শেষে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী একটা ভাল ব্যবসায়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণের প্রয়োগ

৬. প্রয়োগ পদ্ধতি

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী সারা বাংলাদেশে চলতে পারে। ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ১২ মাইল এলাকার মধ্যে নির্বাচিত গ্রামে এ ঋণ কর্মসূচী চালু করা যেতে পারে। গ্রাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি নজর রাখতে হবে :

ক. ভাল যাতায়াত ব্যবস্থা
খ. কৃষি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সুযোগ
গ. স্বল্প আয়ের মানুষের সংখ্যা বেশী
ঘ. ইসলামি মূল্যবোধের উপস্থিতি।

চার থেকে ছয়টি গ্রাম নির্বাচন করে প্রদত্ত ফরম 'ক' ব্যবহার করে একটি প্রাথমিক সমীক্ষা চালাতে হবে। এ সমীক্ষার মাধ্যমে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণের টার্গেট গ্রুপ ও বিনিয়োগ ক্ষেত্র নির্ণয় করা হবে। নির্বাচিত এলাকায় কমপক্ষে ৩০০ গ্রুপ থাকতে হবে। টার্গেট গ্রুপ নির্ধানের বিষয়গুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

ক. পরিশ্রমী ও উদ্যমী গরীব মানুষ যাদের বয়স হবে ১৮ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে।
খ. কৃষক বা বর্গাচাষী যাদের কমপক্ষে ০.৫ একর জমি রয়েছে।
গ. গ্রামীণ এলাকায় ছোট-খাট ব্যবসায় বানিজ্য ও দোকান পাট রয়েছে এমন গরীব মানুষ।
ঘ. ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প রয়েছে এমন উদ্যোক্তা।
ঙ. সব ধরনের পেশাজীবি মানুষ।
চ. চাকুরীজীবি।
ছ. নির্যাতিত মহিলা ও ভাগ্যহত পুরুষ।
জ. অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে ঋণ লেন-দেনর সম্পর্ক রয়েছে এম নারী পুরুষ বাদ যাবে।

উপযুক্ত ও নির্বাচিত ব্যক্তিগণ প্রদত্ত 'ফরম-খ' পূরন করে গ্রুপ সদস্য হতে পারেন। গ্রুপ সদস্যগণ যে সকল খাতে টাকা পেতে পারেন নীচে একটি ছকে তা দেখান হলো :

www.pathagar.com

ক্র: নং	বিনিয়োগ খাত	মেয়াদ	টাকার পরিমাণ
১.	শস্য উৎপাদন	১ বছর	২০,০০০
২.	নার্সারী	১ বছর	৩০,০০০
৩.	কৃষি যন্ত্রপাতি	১ -৩ বছর	৩০,০০০
৪.	গরু-ছাগল	১ - ২বছর	৩০,০০০
৫.	হাঁস-মুরগী	১ বছর	২০,০০০
৬.	মৎস্য পালন	১ বছর	৩০,০০০
৭.	পল্লী পরিবহন	১ -২ বছর	১০,০০০
৮.	গৃহ নির্মাণ	১ - ৫বছর	৩০,০০০
৯.	শিক্ষা	১ বছর	১০,০০০
১০.	কৃষি বহির্ভূত	১ বছর	৪০,০০০

'ফরম-গ'তে প্রদত্ত বিনিয়োগ আবেদন ফরম, গ্যারান্টি ও চুক্তিপত্র, মঞ্জুরী পত্র ইত্যাদি যথাযথভাবে পূরণ করে এবং দস্তখত ও তারিখ দেওয়ার পর গ্রাহককে টাকা দিতে হবে। প্রথমে সর্বচ্চো ১৫,০০০/- টাকা দিয়ে শুরু করা যেতে পারে এবং সময়মত পরিশোধ করলে পুররায় টাকা মঞ্জুরী ও প্রদানের সময় প্রতিবার ২০০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা বাড়িয়ে বিনিয়োগ খাতওয়ারী সীমার মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমান টাকা গ্রাহককে প্রদান করা যেতে পারে।

পারস্পারিক আলোচনার ভিত্তিতে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী পরিচালনা করতে হবে। সকল সিদ্ধান্ত আলোচনা করে ঠিক করতে হবে। গ্রুপ গঠনের নিয়মাবলী নিম্নে তুলে ধরা হলো:

- একই পেশার লোক নিয়ে ৫ জনের একটি গ্রুপ হবে।
- গ্রুপ নেতা ও উপনেতা গ্রুপের সদস্যগণকে ঠিক করবেন।
- গ্রুপ গঠনের পর প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার বা সুপারভাইজার গ্রুপ পরিদর্শনে যাবেন। গ্রুপের সাথে আলাপ-আলোচনা করে তাদেরকে 'ফরম-ঘ' এ প্রদত্ত পাশ বই প্রদান করবেন।

www.pathagar.com

- কমপক্ষে ২টি এবং সর্বোচ্চ ৮টি গ্রুপ নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠিত হবে। গ্রুপের নেতারা মিলে কেন্দ্র পরিচালনার জন্য একজন নেতা ও একজন উপনেতা নির্বাচন করবেন। এ বিষয়টি ফরম-ঙ এ প্রদর্শিত রেজুলেশন বইতে লিখে রাখতে হবে।
- কেন্দ্র নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক মিটিং করবে। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মিটিং এর দিন, তারিখ ও স্থান ঠিক হবে।
- 'ফরম-চ' এ প্রদর্শিত রেজুলেশন বইতে কেন্দ্রের মিটিং এর বিষয় ও সিদ্ধান্তগুলি লিখে রাখতে হবে। কেন্দ্রের মিটিং এ নিয়মিত উপস্থিত সদস্য অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
- ফিল্ড অফিসার কেন্দ্র মিটিং পরিচালনা করবেন। মিটিং এ আলোচ্যসূচী হবে নিম্নরূপ:

  ক. ইসলামি বিষয়;

  খ. কিস্তি আদায়, ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও কেন্দ্র তহবিলের টাকা আদায়;

  গ. নতুন ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন ইত্যাদি;

  ঘ. কিস্তিতে খাতে বিনিয়োগের তদারকি করা;

- কেন্দ্র মিটিং কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হবে এবং দোয়া মুনাজাতের মাধ্যমে শেষ হবে।
- গ্রুপের প্রত্যেক সদস্য প্রদত্ত অর্থের লাভজনক বিনিয়োগ ও কিস্তি পরিশোধের নিশ্চয়তা এককভাবে ও সামষ্টিকভাবে দিবেন। গ্রুপের কোন সদস্য নিয়ম-শৃংখলা ভঙ্গ করলে অন্য সদস্যগন তাঁকে নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য করবেন। অন্যথায় তাদেরকে অনাদায়ী অর্থের জন্য দায়ী করা হবে। এরূপ কিস্তি খেলাপীকে গ্রুপ থেকে বের করে দিতে হবে। ভবিষ্যতে তাকে আর কোন গ্রুপে নেওয়া হবে না এবং কোন অর্থ প্রদান করা হবে না।
- গ্রুপ সদস্যগণ কেন্দ্রীয় মিটিং এ দশটি পালনীয় সিদ্ধান্ত একত্রে উচ্চারণ করবেন এবং বাস্তবে মেনে চলবেন। ফরম-ছ এ সিদ্ধান্তগুলি প্রদান করা হলো।

www.pathagar.com

৬.১ মুনাফার হার

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান মুনাফার হার নির্ধারণ করবে। তবে ১০% মুনাফা ধার্য করা উত্তম এবং ২.৫% মওকুফ করা যেতে পারে যদি মেয়াদের আগেই ঋণ শোধ করা হয়।

৬.২ সিকিউরিটি

সাধারণত: ক্ষুদ্রঋণ সহায়ক জামানতমুক্ত হয়ে থাকে। গ্রুপ শৃঙ্খলা কঠিনভাবে বজায় রাখতে হবে যেন সঠিক ব্যক্তি নির্বাচন করা যায় গ্রুপ সদস্য হিসেবে। একই গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদের ঋণ পরিশোধের গ্যারান্টি গ্রুপ সদস্যগন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে দিয়ে থাকেন।

৬.৩ বিনিয়োগ পদ্ধতি

নিম্নলিখিত বিনিয়োগ পদ্ধতি ইসলামি ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। এসব পদ্ধতি প্রথম অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

- বাই-মুয়াজ্জল;
- লিজিং;
- মুদারাবা; এবং
- মুশারাকা।

৬.৪ সেভিংস প্লান

ক. প্রথমেই গ্রুপ সদস্যদেরকে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে।

খ. এ হিসাব বাধ্যতামূলক সঞ্চয় গড়ে তোলার জন্য। তাই সাধারনতঃ এ হিসাব থেকে টাকা তোলা যাবে না।

গ. প্রতিষ্ঠানের সাথে দায় দেনা না থাকলে এ হিসাব থেকে টাকা তোলা যাবে।

ঘ. সাপ্তাহিক বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের পরিমান হবে ১০ টাকা মাত্র।

৬.৫ সেন্টার ফান্ড

প্রত্যেক সদস্যকে ১০ টাকা সেন্টার ফান্ডে সপ্তাহে জমা দিতে হবে। সদস্যদের কল্যাণের জন্য এ ফান্ডের টাকা কর্জে হাসানা দেয়া যাবে। তবে তা সেন্টার

www.pathagar.com

মিটিং এ সবার সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেন্টার লীডার ও ডেপুটি লীডার যৌথভাবে এ ফান্ড পরিচালনা করবেন। এ ফান্ডের টাকা ফেরৎ যোগ্য।

৬.৬ তদারকী

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ সম্পূর্ন তদারকী ভিত্তিক। বিনিয়োগ ও আদায় পরিস্থিতি ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই তদারকী করতে হবে। শতকরা একশতভাগ ঋণ আদায় করতে হলে সুপারভাইজারকে গ্রাহকের সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

একজন সুপারভাইজার কমপক্ষে ৩০০ টি গ্রুপকে প্রতিদিন তদারকী করবেন। ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ অফিসে এক বা একাধিক অফিসার ফিল্ড সুপারভাইজারদের কর্মকান্ড তদারকীতে নিয়োজিত থাকবেন। আঞ্চলিক অফিসে নিয়োজিত অফিসার শাখা অফিসারদের কাজকর্ম তদারকী করবেন। বছরে অন্ততঃ দুইবার আঞ্চলিক অফিসারগন শাখা পরিদর্শনে যাবেন। প্রধান কার্যালয়ের অফিসার বছরে অন্ততঃ একবার শাখা পরিদর্শনে যাবেন। তাছাড়া সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বাৎসরিক রিপোর্ট শাখা থেকে আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরন করতে হবে নিয়মিত তদারকী ও মূল্যায়নের জন্য।

৬.৭ ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ স্কীম

যে সকল গ্রাহক ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ খাতের সর্বোচ্চ সীমা অংকের টাকা গ্রহণ করে সাফল্যের সাথে ফেরৎ দিয়েছেন তাদেরকে বর্ধিত পরিমানে ঋণ দেওয়ার জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ স্কীম চালু করতে হবে। এ স্কীমের আওতায় কমপক্ষে ৫০,০০০/- টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা যাবে।

ফিল্ড সুপারভাইজার এবং শাখা অফিসার একত্রে এরূপ বিনিয়োগ প্রস্তাব তৈরী করবেন এবং তাঁদের সুপারিশসহ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরন করবেন অনুমোদনের জন্য। আঞ্চলিক ও শাখা অফিসারের মঞ্জুরী ক্ষমতার মধ্যে হলে তিনি নিজেও মঞ্জুরী দিতে পারেন। অন্যথায় তা মঞ্জুরীর জন্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

www.pathagar.com

৬.৮ গ্রাহক নির্বাচন

গ্রাহক নির্বাচনের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা নীচে আলোচনা করা হলো :

ক. গ্রাহক নারী কিংবা পুরুষ হতে পারবে।

খ. গ্রাহক ১৮ বছরের কম বয়সী হতে পারবে না।

গ. গ্রাহককে ঋণ কর্মসূচী এলাকায় কমপক্ষে দু'বছরের বাসিন্দা হতে হবে।

ঘ. গ্রাহক কোন অপরাধের সাথে জড়িত থাকতে পারবেন না।

ঙ. গ্রাহক যে কোন ধর্ম বা বর্ণের হতে পারবেন।

চ. গ্রাহকের বাংলাদেশী আইডিকার্ড থাকতে হবে।

ছ. গ্রাহক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট ঋণী থাকতে পারবেন না।

জ. গ্রাহকের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা থাকতে হবে।

৬.৯ আবেদনপত্র বিবেচনা করার নীতিমালা

গ্রাহকের আবেদনপত্র ফিল্ড অফিসারগণ নিম্নলিখিত নীতিমালার ভিত্তিতে বিবেচনা করবেন।

ক. ঋণ প্রস্তাবের কারিগরী, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক বিবেচনা করা। বিশেষ করে গ্রাহকের সাথে অন্য প্রতিষ্ঠানের ঋণের দায় কত তা বিবেচনা করে দেখতে হবে।

খ. গ্রাহকের প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক কাজের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা যাতে ঝুঁকি শেয়ার করা যায়।

গ. গ্রাহক প্রয়োজনমত পরিমাণ অর্থের জন্য আবেদন করেছে কী না?

ঘ. শুরুতেই বড় অংকের ঋণ আবেদন গ্রহন করা যাবে না। ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে শুরু করতে হবে। সফল গ্রাহককে পরবর্তীতে বড় অংকের ঋণ দেয়া যেতে পারে।

ঙ. হালাল পণ্যও সেবা ব্যতীত হারাম পণ্যও সেবামূলক কাজ তা যতই লাভজনক হোক না কেন তাতে বিনিয়োগ করা যাবে না।

চ. স্থানীয় বাজার ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য আবেদনপত্র বিবেচনা করতে হবে। দূরবর্তী বাজারকেন্দ্রীক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

ছ. ক্ষুদ্রঋণ যেহেতু দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষে পরিচালিত সেহেতু ক্ষুদ্র অংকের ঋণের আবেদন অগ্রাধিারযোগ্য। তুলনামুলক বড় অংকের ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাগণ ব্যাংক থেকেও ঋণ পেতে পারেন যা ক্ষুদ্রঋণের আবেদনকারীগণ পেতে পারেন না।

জ. আবেদনকারীর আয়ের অন্যান্য উৎস আছে কীনা দেখতে হবে। অন্যান্য আয় রয়েছে, (যেমন চাকুরী) এবং ৪৫ কিস্তির চেয়ে কম কিস্তির জন্য প্রদত্ত ঋণের ঝুঁকি কম।

ঝ. সহজে অর্থ লাভের জন্য আবেদন পত্রে অনেক ভাল তথ্য দেওয়া হতে পারে। তাই সতর্কতার সাথে আবেদনপত্র মূল্যায়ন করতে হবে।

ঞ. আবেদন পত্র গ্রহনের সময় অর্থ প্রদানের আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি দেওয়া যাবে না। আবেদন পত্রে উল্লেখিত তথ্য যাচাইয়ের জন্য মাঠ পর্যায়ে যেতে হবে সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য। যথাসম্ভব শীঘ্র বা বড়জোর দুই দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে খবর দিতে হবে তার আবেদন মঞ্জুর হলো কী না।

ফিল্ড অফিসারদের সুপারিশকৃত আবেদন পত্রের পুনরায় বিবেচনা শেষে প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার অর্থ মঞ্জুর করবেন। তিনি বিনিয়োগ কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করতে পারেন। ঋণ মঞ্জুরীর পর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ঋণ বিতরনের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ঋণ বিতরণ করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকে ইসলামি শরীয়তের কঠোর অনুসরণ করতে হবে।

৬.১০ গৃহ পুনঃনির্মাণে অর্থায়ন

ঘর মেরামত করার জন্য অর্থায়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে গ্রাহকের নিয়মিত ও পর্যাপ্ত আয় থাকতে হবে। গৃহ পুন:নির্মাণ যদি গ্রাহকের দক্ষতা ও আয় বৃদ্ধি করে তবে অর্থায়ন করতে হবে।

৬.১১ ভোগ্যঋণ প্রদান করা

আয় রোজগার হতে পারে এমন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য অর্থায়ন তখনই নিরাপদ হবে যখন গ্রাহকের বিশেষ প্রয়োজনে অর্থের অভাব হবে না। যেমন শরীর খারপ হলে চিকিৎসার জন্য অর্থের প্রয়োজন। চিকিৎসা শেষে গ্রাহক

www.pathagar.com

পুনরায় কাজ কর্ম করতে পারে। ঘরে বসেই সে আয় উপার্জনমূলক অনেক কাজ করতে পারে। এমতাবস্থায় তার জন্য ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান যাকাত, ওয়াকফ, সাদাকা এবং কর্জে হাসানা ইত্যাদি থেকে ভোগ্য ঋণের ব্যবস্থা করতে পারে।

৬.১২ অর্থ প্রদান ও ফেরৎ আনয়ন করা

ভাল গ্রাহক দেখে অর্থ প্রদান করতে হবে। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতিমালা অনুসরন করতে হবে। অর্থ মঞ্জুর কমিটিতে গ্রাহকদের আবেদনপত্র বিবেচনা করতে হবে। ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর কোঅর্ডিনেটর, আবেদনপত্র গ্রহণকারী ফিল্ড সুপারভাইজার ও অন্য দুজন সুপারভাইজার সমন্বয়ে উক্ত কমিটি গঠিত হবে। আবেদন গৃহীত হলে বা বাতিল হলে বা পুনরায় তদন্তের জন্য সিদ্ধান্ত হলে দেরী না করে তা গ্রাহককে জানাতে হবে। গৃহীত আবেদনপত্রের গ্রাহককে চুক্তিপত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র স্বাক্ষর করতে হবে এবং অবিলম্বে অর্থ প্রদান করতে হবে। গ্রাহককে ভালভাবে বুঝাতে হবে এ অর্থ কোন দান খয়রাত নয়। চুক্তিপত্র মোতাবেক অর্থ অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। অন্যথায় অর্থ আদায়ের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সফল গ্রাহককে ভবিষ্যতে আরো বেশী অর্থ প্রদান করার আশ্বাস দিতে হবে।

৬.১৩ সময়মত ঋণ পরিশোধে গ্রাহক ব্যর্থ হলে করণীয়

গ্রাহক সময়মত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ফিল্ড সুপারভাইজার অবিলম্বে গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং কেন ঋণ পরিশোধ করা হয়নি তা জানতে চেষ্টা করবেন। ঋণ পরিশোধের ব্যর্থতা সমাজে জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে এরূপ যোগাযোগ ঋণ পরিশোধে গ্রাহককে উদ্বুদ্ধ করে। যথার্থ কোন কারণে ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে ন্যায়ের স্বার্থে ধৈর্য ধরতে হবে। কিস্তি পুনঃবন্টন করতে হবে। পুনঃ অর্থায়ন করতে হবে বা ঋণ মওকুফ করে দিতে হবে। উপরন্তু গ্রাহককে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে প্রতিষ্ঠানের যাকাত, সাদাকা, ওয়াকফ্, কর্জে হাসানা ইত্যাদি ফান্ড থেকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে হবে।

www.pathagar.com

৬.১৪ ফিল্ড অফিসার বনাম গ্রাহক সংখ্যা

একজন ফিল্ড অফিসার কতজন গ্রাহকের দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করবেন তা নির্ভর করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকলে অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক গ্রাহককে অর্থ প্রদান ও আদায়ের কাজ সম্পন্ন করা যায়। অন্যথায় কেন্দ্র পরিদর্শন ও লেনদেন সম্পন্ন করতে যদি অনেক সময় লেগে যায় তবে ফিল্ড অফিসার মাথা পিছু গ্রাহক সংখ্যা কম হতে বাধ্য। এ জন্য ফিল্ড অফিসারদেরকে যানবাহনের ব্যবস্থা করে দেওয়া উত্তম। ফিল্ড অফিসারগণ কাজে আন্তরিক হলে যথেষ্ট সংখ্যক গ্রাহককে দেখাশুনা করতে পারে।

৬.১৫ গ্রাহক নারী বা পুরুষ হবে?

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় পুরুষের চাইতে নারী গ্রাহকই উত্তম। যদিও পুরুষরাই অর্থের ব্যবহার করে থাকে তবুও নারীদেরকে গ্রাহক করতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নারীর কল্যাণ গোটা পরিবারে প্রভাব ফেলে। ঋণ পরিশোধে নারীরা বেশী আন্তরিক ও নির্ভরযোগ্য। দারিদ্র্য নারীকেই প্রথমে গ্রাস করে। তাই ক্ষুদ্রঋণের অর্থ নারীকে দিতে হবে। তবে পুরুষ যেন বাদ না যায় সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

৬.১৬ কম্পিউটারের ব্যবহার

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর কার্যক্রম তদারকী ও বাস্তবায়নে কম্পিউটারের ব্যবহার করা যেতে পারে। গ্রাহকদের পরিচিতি, অর্থায়নের তারিখ ও পরিমান, ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য কম্পিউটারের মাধ্যমে অনায়াসে দক্ষতার সাথে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়। তাতে কাজের গতি বাড়ে এবং নির্ভুলভাবে কাজ করা যায়। কাগজ খরচ কমে। তবে বিদ্যুৎ খরচ বাড়ে।

৭. ঝুঁকি কমানো

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত অর্থ উৎপাদনশীল কাজে ব্যয় না করে হতদরিদ্র মানুষ তা ভোগ ব্যয় করে ফেলতে পারে। তাই উৎপাদনশীল ফান্ডের অর্থ বিনিয়োগ ব্যবহার ও আদায় ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। অতএব ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বা বাজেটের মধ্যে বাণিজ্যিক ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি যাকাত, ওয়াকফ, সাদাকা, ইত্যাদি তহবিল গড়ে তুলে তা

www.pathagar.com

থেকে অফেরৎযোগ্য অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারে। তাতে হতদরিদ্রের ভোগব্যয়ে বাণিজ্যিক অর্থ ব্যয়ের ঝুঁকি কমে যায়। গ্রাহকের অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হলে দান খয়রাতের পরিমান কমবে এবং বাণিজ্যিক ক্ষুদ্রঋণের পরিমান বাড়বে।

৭.১ ঝুঁকি কমানোর উপায়

যাকাত হচ্ছে ধনীদের সম্পদে গরীবের অধিকার। যাকাত ধনীদের সম্পদ গরীবের নিকট হস্তান্তর করে। যাকাত অফেরৎযোগ্য। তাই যাকাতের অর্থ ঋণ দেওয়া যায় না। ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে তা গরীবের নিকট হস্তান্তর করতে পারে নিজেদের ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি। ক্ষুদ্রঋণ বানিজ্যিক। তাই আদায়যোগ্য। যাকাতের অর্থ দিয়ে গরীব লোক ভোগ ব্যায় মিটাতে পারে। তাছাড়া সম্পত্তি ক্রয় কিংবা উৎপাদনমুখী কাজেও যাকাতের অর্থ ব্যবহার করতে পারে। গ্রাহকদের মধ্যে যারা যাকাত প্রদানে সমর্থ হবেন তাঁদের কাছ থেকেও যাকাত আদায় করতে হবে। সাদাকা হচ্ছে অসহায় গরীবের প্রতি ধনীদের শুভেচ্ছার নিদর্শন। গরীবকে সহায়তা করার জন্যই সাদাকা প্রদান করা হয় নৈতিকভাবে প্রনোদিত হয়ে। সমাজের অনেকেই সাদাকা দিয়ে থাকেন, সাদাকা দিতে ভালবাসেন। ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনামাফিক সাদাকা গ্রহণ ও প্রদান করতে পারে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর পাশাপাশি। সাদাকার অর্থ অফেরতযোগ্য।

ওয়াকফ হচ্ছে জমি, নগদ অর্থ, দালান কোঠা বা অন্য কোন সম্পদ যা থেকে আয় আসে তা মানব কল্যানে চিরতরে দান করা। ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ওয়াকফ সমাজের দানশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে গ্রহণ করে তা সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত আয় ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকের মাঝে বিতরন করতে পারে।

কর্জে হাসানা হচ্ছে ফেরৎযোগ্য ঋণ। গ্রাহক তার বিপদে/ প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করবে এবং প্রয়োজন শেষে গৃহীত অর্থ ফেরৎ দিবে। মূল অর্থের পরিমানের সাথে অতিরিক্ত অর্থ যোগ হবে না। তবে বড়জোর ১% সার্ভিস চার্জ নেওয়া যেতে পারে। কর্জে হাসানা দেওয়া বড় সওয়াবের কাজ। ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সমাজের দানশীল ব্যক্তিদের নিকট থেকে 'কর্জে হাসানা তহবিলে' অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। আবার তাদেরকে তা ফেরৎও দিতে পারে।

www.pathagar.com

৮. উপসংহার

বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, গরিবদের জন্য ব্যাপক আর্থিক সেবার প্রয়োজন। এ সেবা প্রদানের যাবতীয় খরচ গরিবরা বহন করতে পারে। ক্ষুদ্রঋণের সেবা দারিদ্রতা হ্রাস করেছে। গরিবের জীবনের মান উন্নত করেছে। তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে পাশাপাশি ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা এখন কিস্তিতে সম্পদের মালিক হতে পারছে। ছেলে মেয়েদেরকে ভাল শিক্ষা দান করতে পারছে। খাদ্য ও দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতি আগেকার কালের মত গরিবের মৃত্যুর কারন এখন আর হয় না। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী সমাজের নীচু স্তরের সংখ্যাগরিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থ প্রবাহকে বাড়িয়ে তুলেছে। তাই সামগ্রিক লেন-দেন পরিস্থিতি অনেক উন্নত হয়েছে বলে দারিদ্র্যতা হ্রাস পেয়েছে। সামাজিক শোষন ও বঞ্চনা কমে গেছে। মানুষের শারিরীক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে নারী ও শিশুদের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। ইসলামি ক্ষুদ্রঋণের প্রভাবে দারিদ্রতা হ্রাসসহ আরো উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা যায়।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

সক্ষমতা তৈরি

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর সক্ষমতা তৈরী করার কৌশল নিম্নে আলোচনা করা হলো। সক্ষমতা না থাকলে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। তাই গবেষকগণ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর সক্ষমতা তৈরী করার ব্যপারে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

সক্ষমতা তৈরী বলতে বুঝায় একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠানটি টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব, অর্থায়ন, মূল্যায়ণ, দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করা। সক্ষমতা তৈরী এমন একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা কোন ব্যক্তি বা গ্রুপকে অন্তর্দৃষ্টি, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা হয় যেন তারা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সমাধান সুষ্ঠুভাবে করতে পারে। সাধারণত বিভিন্ন ধরনের সহায়তা যেমনঃ কোচিং, প্রশিক্ষণ, বিশেষ কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সক্ষমতা তৈরী করা হয়ে থাকে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর সক্ষমতা তৈরী করার বিষয়গুলি আলোচনা করা হলো :

১. কর্মচারী প্রশিক্ষণ

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর-সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিম্নের বিষয়গুলি অবশ্যই জানতে হবে। অন্যথায় ইসলামি শরীয়া মোতাবেক কর্মসূচীটি বাস্তবায়ন করা যাবে না। অধিকন্তু ইসলামি শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত না হলে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী থেকেও সুদ অর্জন হয়ে যেতে পারে। তাই ষ্টাফ ও অফিসারদের জন্য ৬ দিনের একটি মৌলিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করা যেতে পারে। নিম্নলিখিত উপাদান গুলি নিয়ে কর্মসূচীটি গঠিত হবে।

- ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী–উদ্দেশ্য, গঠন, পরিচালনা, কর্মপরিধি ও বর্তমান অবস্থা।
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি এবং গ্রামীণ সমাজের ভূমিকা।
- মৌলিক ধারণা-রব, ইলাহ, দ্বীন, শরীয়ত, ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া, ইহসান, কুফর, নিফাক, শিরক।

www.pathagar.com

- আল কুরআনের আলোকে মুসলিম ব্যক্তির জীবন।
- সুদ, মুনাফা, ভাড়া- অর্থ ও প্রয়োগ পদ্ধতি।
- গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী ও এনজিওদের ভূমিকা।
- টার্গেট গ্রুপ নির্বাচন পদ্ধতি– গ্রাম নির্বাচন, সদস্য নির্বাচন, মাঠ জরিপ ইত্যাদি।
- প্রয়োগ যোগ্য ইসলামি অর্থায়ন পদ্ধতির আলোচনা
- গ্রুপ ও কেন্দ্র গঠন, দলনেতা নির্বাচন, সদস্য ফরম পূরণ, কেন্দ্রফান্ড হিসাব খোলা, মাষ্টার গ্রুপ ও কেন্দ্রভিত্তিক রেজিষ্টার খোলার পদ্ধতি।
- কেন্দ্রসভা পরিচালনা কৌশল– আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ, রেজুলেশন রেজিষ্টার খোলা, ব্যক্তিগত ও কেন্দ্রতহবিল পরিচালনা, পাশ বই ও বিভিন্ন ফরম পূরণ ও সংগ্রহ, সঞ্চয়ী হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন ইত্যাদি।
- মহিলাদের সাথে ব্যবসায়িক লেন-দেন করার কৌশল– ইসলামি বিধান ও মহিলাদের মর্যাদা, অধিকার সংরক্ষণ করা।
- ইসলামি ক্ষুদ্রঋণের আওতায় বিনিয়োগ কৌশল-বিভিন্ন খাত ও সীমা, উপযুক্ততা, আবেদন ও মঞ্জুরী পদ্ধতি, ডকুমেন্টেশন এবং ঋণ প্রদান, বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার, বিনিয়োগ আদায় বা সমন্বয় ইত্যাদি।
- ইসলামি শরীয়তের নীতিমালা প্রয়োগ পদ্ধতি।
- ফিল্ড অফিসারদের ভূমিকা
- ফিল্ড অফিসার ও গ্রুপ মেম্বারদের উদ্বুদ্ধকরণ
- কম্পিউটারের ব্যবহার ও সংরক্ষণ
- গ্রামীণ ক্ষুদ্র প্রকল্প নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন কৌশল।

২. ম্যানুয়াল (Manual)

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য একটি ম্যানুয়াল থাকা দরকার। ম্যানুয়ালে কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সকল বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত থাকে। নিম্নে একটি ম্যানুয়াল উল্লেখ করা হলো। ম্যানুয়ালটি অনুসরণ করলে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

www.pathagar.com

ক. কর্মপরিধি

ইসলামি ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী সারা বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা ব্যতীত। কর্মসূচী বাস্তবায়ন অফিসের ১২ কিলোমিটার চতুর্দিকের এলাকায় গ্রাম নির্বাচন করতে হবে। গ্রাম নির্বাচনে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখতে হবে। যেমন -

- সহজ যাতায়াত ব্যবস্থা
- কৃষি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সুযোগ সুবিধা
- নিম্ন আয়ের লোক সংখ্যা বেশী
- ইসলামি মূল্যবোধ প্রধান এলাকা

চার ও ছয়টি গ্রাম নিয়ে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর এলাকা নির্বাচন করতে হবে। তারপর প্রাথমিক জরিপ চালাতে হবে যাতে করে টার্গেট গ্রুপ নির্ধারণ করা যায় এবং কোন্ ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ঋণ দেওয়া যেতে পারে তা নিরূপন করা যায়। কমপক্ষে ৩০০ মানুষকে টার্গেট নিতে হবে।

খ. টার্গেট গ্রুপ নির্ধারণ কৌশল

- শারিরীকভাবে সুস্থ সামর্থবান ব্যক্তি যাদের বয়স ১৮ হইতে ৫০-এর মধ্যে, এবং যারা এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা।
- কৃষক যাদের সর্বোচ্চ ০.৫ একর জমি রয়েছে এবং বর্গাচাষী।
- গ্রাম এলাকায় অকৃষি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ।
- ক্ষুদ্র ও ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক।

গ. কর্মকৌশল

- একই পেশার ৫ জন ব্যক্তিকে নিয়ে গ্রুপ গঠন করতে হবে।
- গ্রুপের সদস্যগণ তাদের নেতা ও উপনেতা নির্বাচন করবে গ্রুপের কাজ পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন করার জন্য। অফিস ব্যবস্থাপক গ্রুপের সদস্যদের মাঝে পাশ বই বিতরণ করার মাধ্যমে গ্রুপ স্বীকৃতি প্রদান করবেন।

www.pathagar.com

- কমপক্ষে ২টি গ্রুপ ও সর্বোচ্চ ৮টি গ্রুপ নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠিত হবে। গ্রুপ নেতাগণ কেন্দ্র নেতা ও উপনেতা নির্বাচন করবে। কেন্দ্রের সকল কাজ কর্ম একটি রেজুলেশন বইতে লিখে রাখতে হবে।
- কেন্দ্র নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক সভা করবে। সভার স্থান, সময় ও তারিখ পূর্বে ঠিক করতে হবে।
- কেন্দ্র সভায় যে সকল বিষয় আলোচনা করা হবে তা হলো– বিভিন্ন ইসলামি বিষয়, সঙ্গীত, কুরআন তেলওয়াত, হাদীস পাঠ, নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক অধিকার ও দায়িত্ব। তাছাড়া কিস্তি আদায়, ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও কেন্দ্রীয় তহবিলের টাকা আদায় করতে হবে। বিনিয়োগ প্রস্তাব মূল্যায়ণ ও অনুমোদন করতে হবে। দোয়া ও মুনাজাতের মাধ্যমে কেন্দ্র সভা সমাপ্ত করতে হবে।
- কেন্দ্র সভায় আলাপ আলোচনা করে বিনিয়োগ গ্রাহক ঠিক করতে হবে। গ্রুপের একে অন্যের গ্যারান্টি দিবে যাতে বিনিয়োগ শৃংখলা নষ্ট না হয়।
- গ্রুপ সদস্যগণ ১০টি বাক্য মুখস্ত রাখবেন এবং কেন্দ্র সভায় সকলে একত্রে উচ্চারণ করবেন।

ঘ. রেট নির্ধারণ

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর উপর নির্ধারিত আয়ের হার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে প্রয়োজনে নির্ধারণ ও পরিবর্তন করবেন।

ঙ. জামানত গ্রহণ

সাধারণত কোন সহায়ক জামানত গ্রহণ করা হবে না। তবে গ্রুপ শৃংখলা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রন করতে হবে যেন সঠিক ব্যক্তি সঠিক পরিমানে বিনিয়োগ পেয়ে থাকেন এবং সময়মত পরিশোধ করতে পারেন।

চ. মঞ্জুরী ও প্রদান

শাখা পর্যায়ে বিবেচনাপূর্বক বিনিয়োগ মঞ্জুরী ও প্রদান করতে হবে। বিবেচনার জন্য শাখায় একটি বিনিয়োগ কমিটি থাকতে হবে। প্রয়োজনীয় সকল ফরম পূরণ করে বিনিয়োগ প্রদান করতে হবে এবং ইসলামি শরীয়ার নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

www.pathagar.com

ছ. বিনিয়োগ পদ্ধতি

বিনিয়োগ খাত ও উদ্দেশ্য বিবেচনা করে নিচের যে কোন বিনিয়োগপদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন– বাই মুরাবাহা, বাই মুআজ্জাল, ইজারা, ইত্যাদি।

জ. সাপ্তাহিক সঞ্চয়

প্রত্যেক সদস্যকে সাপ্তাহিক সঞ্চয় করতে হবে এবং তা পাশ বইতে লিখে রাখতে হবে। সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের উপর মুনাফা দেয়া হবে। প্রয়োজনে সাপ্তাহিক সঞ্চয় তোলা যাবে যদি তার কোন দেনা অত্র প্রতিষ্ঠানে না থাকে। সাপ্তাহিক সঞ্চয় কমপক্ষে একটা নির্দিষ্ট পরিমানে হতে হবে।

ঝ. কেন্দ্র তহবিল

প্রত্যেক সদস্য সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কেন্দ্র তহবিলে জমা রাখবেন। এ তহবিল সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের নামে হিসাব খুলে ব্যাংকে জমা রাখতে হবে। এ তহবিল থেকে সদস্যদের বিনা সুদে/মুনাফায় কর্জে হাসানা দেওয়া যাবে। কেন্দ্র নেতা ও উপনেতা উভয়ে মিলে এ তহবিল পরিচালনা করবেন। এ তহবিল সদস্যদেরকে ফেরত যোগ্য।

ঞ. তদারকী

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী সম্পূর্ণরূপে তদারকী ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। মাঠ কর্মীগণ ঋণ শতভাগ আদায় করতে নিবিড় তদারকী করবেন প্রত্যেক সদস্যকে। একজন মাঠকর্মী ৩০০ সদস্যকে তদারকী করবেন প্রতিদিন এবং শাখা পর্যায়ে একজন সহকারী অফিসার প্রতিটি মাঠকর্মীকে তদারক করবেন। প্রধান কার্য্যালয় বা আঞ্চলিক অফিসের অফিসারগণ শাখা পর্যায়ের কর্মকান্ড তদারকী করবেন।

ট. গ্রাহক নির্বাচন

গ্রাহক নির্বাচন করার জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। নির্বাচনের শর্ত যারা পূরণ করে, শুধুমাত্র তাদের নিকট থেকেই দরখাস্ত গ্রহণ করতে হবে। গ্রাহক নির্বাচন ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীকে সামনে রেখে করতে হবে। যেমন, ক্ষুদ্রঋণের উদ্দেশ্য যদি হয় মহিলাদের উন্নয়ন তবে পুরুষ গ্রাহক নির্বাচন বর্জন করতে হবে। নিম্নে নির্বাচনী শর্ত উল্লেখ করা হলো–

www.pathagar.com

- আবেদনকারী পুরুষ বা মহিলা হতে পারবে।
- আবেদনকারী অবশ্যই ১৮ বছরের বেশী বয়স্ক হতে হবে।
- আবেদনকারী অবশ্যই স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
- আবেদনকারী কোন প্রকার অনৈতিক বা অপরাধের সাথে জড়িত থাকতে পারবে না।
- আবেদনকারী যে কোন ধর্মাবলম্বী হতে পারবে।
- আবেদনকারীর অবশ্যই বাংলাদেশী জাতীয় পরিচয় পত্র থাকতে হবে।
- আবেদনকারী গরীব, বিধবা, বয়স্ক হতে পারবে।
- আবেদনকারী একাধিক ঋণ একই পরিবারের জন্য পাবে না।
- আবেদনকারীর অবশ্যই ঋণের শর্ত মেনে চলতে হবে।
- আবেদনকারীর কর্ম অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থাকতে হবে।

ঠ. আবেদনপত্র বাছাই

ফিল্ড অফিসারগণ নিজস্ব বিচার বিবেচনা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ আবেদনপত্র বাছাই করবেন। নিম্নে আবেদন পত্র বাছাই করার জন্য কিছু নিয়ম-নীতি উল্লেখ করা হলো :

- আবেদনপত্রের টেকনিক্যাল, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে।
- অন্যান্য এনজিও'র সাথে আবেদনকারীর অতীত লেন-দেন ও কর্ম অভিজ্ঞতা খতিয়ে দেখতে হবে।
- যেহেতু ইসলামি ফিন্যান্স অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রদান করা হয় সেহেতু গ্রাহকের কায়কারবার সম্পর্কে যথেষ্ট খোঁজ খবর নিতে হবে।
- সকল আবেদনপত্র পূরণ করা ও ঋণ প্রদানের দায়-দায়িত্ব অবশ্যই ফিল্ড অফিসারকে নিতে হবে। প্রদত্ত ঋণের নিম্ন সীমা খুব একটা না থাকলেও উচ্চ সীমা থাকতে হবে। ঋণের উচ্চ সীমা নির্ধারণে খেয়াল রাখতে হবে যে ঋণ যেন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।
- বর্তমান চলমান অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য ঋণ প্রদান নিরাপদ। নতুন কর্মকান্ড যদি পূর্বে অভিজ্ঞতার সমান্তরাল হয় তবে তা ঋণ প্রদানের জন্য বিবেচ্য হতে পারে। তবে বাজারের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

www.pathagar.com

- প্রাথমিকভাবে অল্প পরিমাণে ঋণ দিতে হবে। ক্রমশ : ঋণের পরিমাণ বাড়বে। তাতে গরীব লোক উপকৃত হবে ও ক্ষুদ্রঋণের উদ্দেশ্য অর্জন হবে।
- গ্রাহকের আয়ের অন্যান্য উৎস থাকতে হবে। তাতে ঋণ আদায়ে সুবিধা হবে।
- শুরুতে ৪৫ সপ্তাহ বা তার কম সময়ের জন্য ঋণ দিতে হবে।
- ঋণ পাওয়ার জন্য সাধারণত: গ্রাহকগণ অতি উৎসাহিত হয়ে ভুল তথ্য প্রদান করার প্রবণতা দেখায়। ফিল্ড অফিসারগণ এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।
- ঋণ পরিশোধের সহজ ব্যবস্থা থাকতে হবে। গ্রাহকগণ সহজে বুঝতে পারে ও ঋণ শোধ করতে পারে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ফিল্ড অফিসারদের কথা-বার্তা, আচার-আচরণ মার্জিত, শালীন, ভদ্র ও পেশাদারী মনোভাবে পূর্ণ হতে হবে। তাদের কর্মদক্ষতার উপর ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর সফলতা বহুলাংশে নির্ভরশীল।
- ফিল্ড অফিসারগণ স্থানীয় হলে ভাল হয়। তাঁরা এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, বাজার ও মানুষ ভালোভাবে চিনেন। ফলে ঋণ কর্মসূচী সফলতার সাথে পরিচালনা করা যেতে পারে।

ড. ঋণ প্রদান ও আদায়

প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতি মোতাবেক ফিল্ড অফিসারগণ ঋণ প্রদানের জন্য গ্রাহক নির্বাচন করবেন। ঋণ অনুমোদন কমিটিতে আলোচনার পর ঋণ মঞ্জুরী ও প্রদান করতে হবে। মঞ্জুরী ও প্রদানের মধ্যে বেশী সময়ের ব্যবধান থাকবে না। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। সময়মত ঋণ আদায়ের সর্বাত্মক চেষ্টা ফিল্ড অফিসারগণ চালিয়ে যাবেন। তাঁদের পেশাদারী মনোভাব এ ক্ষেত্রে সফলতার চাবিকাঠি।

ঢ. ঋণ পরিশোধে গ্রাহকের ব্যর্থতা

সময়মত নির্ধারিত দিনে গ্রাহক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে সাধারণত পরের দিন তার সাথে যোগাযোগ করতে হয়। ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার কারণ। এই ভয়ে যেভাবেই হোক গরীব মানুষ বিশেষ করে

www.pathagar.com

মহিলাগণ ঋণ শোধে তৎপর থাকেন বেশী। তারপরও বাস্তব অসুবিধার কারণে ঋণ পরিশোধে একান্তভাবে ব্যর্থ গ্রাহককে সময় বাড়িয়ে দিতে হবে ঋণ পুনঃ তফসীলিকারণের মাধ্যমে। বার বার তাগাদা দেওয়ার পরও যদি ঋণ পরিশোধে গ্রাহক অসমর্থ্য হয় তখন জাকাত, ওয়াকফ, সাদাকাহ তহবিল থেকে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে ঋণের দায় থেকে গ্রাহককে মুক্ত করতে হবে। আল্লাহ পাক বলেন, "যদি ঋণী ব্যক্তি অসুবিধায় থাকে তবে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দাও যখন পর্যন্ত তার পক্ষে সহজ হয় ঋণ শোধ করা (সূরা বাকারা : ২৮০)।"

ণ. ফিল্ড অফিসারের আর্থিক কর্মভার

প্রত্যেক ফিল্ড অফিসার কি পরিমাণ অর্থের তহবিল পরিচালনা করবেন তা নির্ভর করে এলাকা অনুযায়ী। যেমন শহর এলাকার লোকেরা সরাসরি অফিসে যাতায়াত করে লেন-দেন করে থাকে। ফলে ফিল্ড অফিসারকে নগদ অর্থ বহন করতে হয় না। ফলে বেশী পরিমাণ ফান্ড পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন করা তার পক্ষে সহজ। পক্ষান্তরে, গ্রাম এলাকায় একজন ফিল্ড অফিসারকে নগদ অর্থ প্রদান ও আদায়ের জন্য নগদ তহবিল বহন করতে হয় যা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এমতাবস্থায় অল্প পরিমানে নগদ তহবিল একজন ফিল্ড অফিসারের পক্ষে নিয়ন্ত্রন করা ভাল।

ত. ঋণ কি পুরুষ না নারী পাবে?

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে পুরুষের চাইতে নারী ঋণ গ্রহণ, আয় বর্ধন ও ঋণ পরিশোধে অধিক বিশ্বস্ত। তাই বাস্তবতা হলো ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী নারী কেন্দ্রীক পরিচালিত হবে। তাছাড়া নারী গৃহে সবচেয়ে দরিদ্র ও অসহায়। সুতরাং নারীর ক্ষমতায়ন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর লক্ষ্য। নারীর উন্নতি মানে তার শিশু সন্তানদেরও উন্নতি। তার অর্থ এই নয় যে ক্ষুদ্রঋণ শুধুমাত্র নারী কেন্দ্রীক পরিচালিত হবে। গরীব কর্মঠ পুরুষগণও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর আওতায় আসবে। অন্যথায় সামাজিক সাম্য ও শান্তি বিনষ্ট হতে পারে।

থ. কম্পিউটার সফটওয়ারের ব্যবহার

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর উদ্দেশ্যে কৌশল ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে কম্পিউটার সফটওয়ার প্যাকেজ ব্যবহার করতে হবে। খুব সহজে ঋণ আদায়ের সময়, পরিমাণ, ঋণ বিতরন, বিলম্বিত শোধ, অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ইত্যাদি

www.pathagar.com

কম্পিউটার সফটওয়ারের সঠিক ব্যবহার করে জানা যায়। আজকাল অনেক ধরণের সফটওয়ার কিনতে পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রঋণ ব্যবসায়ের পরিমাণ বিবেচনা করে সফটওয়ার কিনতে হবে। অন্যথায় অযথা বেশী খরচ হয়ে যেতে পারে।

দ. ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর সফলতা ও বিফলতা নিরূপণ

একটি টেকসই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর জন্য সময় সময় এর সফলতা বা বিফলতা নিরূপণ করা প্রয়োজন। ক্ষুদ্রঋণের আদায়ের হার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর সফলতা সাধারণত নির্দেশ করে থাকে। গ্রাহকগণ যদি ঋণ শোধ করে পুনরায় ঋণ গ্রহণ করে তবে, ধরে নেওয়া যায় যে, ঋণ কর্মসূচী তার উদ্দেশ্য অর্জনের পথে এগিয়ে চলছে। গ্রাহকগণ ঋণ ব্যবহার করছে, এবং শোধ করছে, পুনরায় ঋণ গ্রহণ করছে এ অবস্থা ঋণ শৃংখলা বজায় রয়েছে এ ধরনের পরিস্থিতি নির্দেশক এবং তা থেকে ঋণ কর্মসূচী সফল বলে ধরে নেওয়া যায়।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্ষুদ্রঋণ আদায়ের উচ্চ হার বিভ্রান্তিমূলক। গ্রাহকগণ তৃতীয় কোন উৎস যেমন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, মহাজন, অন্যান্য এনজিও প্রতিষ্ঠান থেকে সাময়িকভাবে ঋণ গ্রহণ করে ঋণ শোধ করে থাকে। ফলে গ্রাহকের মোট ঋণ বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় গ্রাহকটি যদি হয় একজন নারী তবে ঐ গৃহে সকলের মাঝে হতাশা ও অকর্মন্যতা নেমে আসে। এমতাবস্থায় ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ যাকাত, ওয়াকফ ও সাদাকা তহবিল থেকে বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অর্থ সহায়তা প্রদান করে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীকে সফলতার সাথে পরিচালনা করতে পারে।

দারিদ্র্য বিমোচনের হার ও গতি প্রকৃতির উপর নজর রাখলে বা বিভিন্ন নিরূপক মাপকাঠি প্রয়োগ করেও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর সফলতা ও বিফলতা বুঝা যায়। কতটা কমখরচে উন্নত ক্ষুদ্রঋণ সেবা প্রদান করা হয়েছে তা নিরূপনের মাধ্যমেও ঋণ কর্মসূচীর সফলতা নিরূপন করা যায়। গ্রাহকগণ কিভাবে ঋণ ব্যবহার করছে, কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে, কি কি কারণে তারা সফল বা ব্যর্থ হচ্ছে এসব বিষয় খতিয়ে দেখলেও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর সফলতা বিফলতা বুঝা যায়। মনে রাখতে হবে গ্রাহকের সফলতা ও বিফলতা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর সফলতা ও বিফলতা প্রকৃত অর্থে নির্দেশ করে।

www.pathagar.com

ধ. ঝুঁকি কমানো

চরম দরিদ্রকে সনাতন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর আওতায় নিয়ে আসা যায় না। কারণ তাদের আয়ের চাইতে ভোগ ব্যয় বেশী। সুতরাং আয় বৃদ্ধির জন্য গৃহীত ঋণ তারা খেয়ে ফেলে। ঋণ পরিশোধের অক্ষমতা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান তাদের বাৎসরিক ঋণ কর্মসূচীর মধ্যে যাকাত, ওয়াকফ, সাদাকা, কর্জে হাসানা ইত্যাদি ইসলামি অর্থায়ন পদ্ধতিকে অন্তর্ভূক্ত করে বাণিজ্যিক ঋণের পাশাপাশি ভোগ্য অর্থ, যা অফেরত যোগ্য, প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, ফলে প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি কম হবে।

যাকাত ধনীদের সম্পদে গরীবে অধিকার। বছরে একবার যাকাত আদায় করা যায়। যাকাতের অর্থ দ্বারা গরিবের ভোগ, গৃহ নির্মাণ, সম্পদ ক্রয় ইত্যাদি কাজে অর্থ যোগান দিলে তা উৎপাদনমূখী ক্ষুদ্রঋণকে নিরাপদ রাখে।

সাদাকা সারা বছরই আদায় করা যায়। যাকাতের মত এর কোন সীমা নেই। তাই সাদাকা গ্রহণ ও বিতরণ কর্মসূচী সারা বছর ধরে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীকে বেগবান রাখতে সহায়ক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ওয়াকফ থেকে যে আয় হয় তা দিয়ে যদি হতদরিদ্রদেরকে নুন্যতম বাঁচার ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় তবে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ আয় বর্ধনমূলক কাজে খরচ করতে তারা কসুর করবে না। ফলে আয় থেকে দায় শোধ করে দারিদ্র্য নিরসনে ভিক্ষুকের হাত কর্মীর হাতে রূপান্তরিত হতে পারে। যাকাত এবং সাদাকাহ মূল টাকা খরচ হয়ে যায়। কিন্তু ওয়াকফ সম্পত্তি চিরদিন টিকে থাকে। শুধু তার আয় খরচ করা যায়।

কর্জে হাসানা, মানে বিনাসুদে ঋণ দান করা কারো কল্যাণ কামনায়। এটা বড় ধরনের এক সহযোগীতা। অপেক্ষাকৃত কম গরিব লোকেরা কর্জে হাসানা পেলে উৎপাদনমূখী ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে অনায়াসে। তাই কর্জে হাসানা ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর মূল পরিকল্পনার মাঝে সন্নিবেশিত হলে প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকে কমে যেতে পারে।

ন. শরীয়াহ ভিত্তিক কার্যক্রম পরিদর্শন

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী একটি বিশেষ উন্নতধরণের কৌশল সমৃদ্ধ বিষয়। এটি একটি ধর্মীয় ও আদর্শিক ঋণদান পদ্ধতি। ইসলামি শরীয়াতের নীতিমালা

www.pathagar.com

অনুসরণ ও বাস্তবায়ন এর উপর নির্ভর করে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর সফলতা ও সামাজিক সমৃদ্ধি। সুতরাং একটি শরীয়াহ কমিটি দ্বারা ঋণ কর্মসূচী তদারক ও নিয়ন্ত্রণ সুপারিশ অর্জন করা জরুরী। ইসলামি শরীয়াতের আদর্শ হচ্ছে ন্যায়পরায়নতা, নৈতিক দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা এবং সামাজিক সমতা নিশ্চিত করা। আর্থিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে শরীয়াতের এসকল বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। অন্যথায় সুদ আহরণ হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া শরীয়াত পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রনের দুটি দিক রয়েছে। যেমন :

১. ইসলামি মূল্যবোধ ও বিশ্বাস ভিত্তিক লেন-দেন এবং ২. সম্পদ বৃদ্ধি এর উপর নৈতিক মান বজায় রাখার নিরন্তর প্রচেষ্টা। মোট কথা ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী ইসলামি শরীয়াহ সম্মত একটি কল্যাণধর্মী ব্যবস্থার নাম। অতএব এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে জনশক্তিকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে যেন শরীয়াতের বিষয়গুলি তাদের সুস্পষ্টরূপে জানা থাকে। নিম্নে একটি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম বর্ণনা করা হলো।

প্রোগ্রাম উপাদান :

- ক্ষুদ্রঋণ সম্পর্কিত শরীয়াহ আইন
- রিবা, মুনাফা, ভাড়া ইত্যাদি
- ইসলামি ক্ষুদ্রঋণে শরীয়াহ বাস্তবায়ন কৌশল
- বিনিয়োগ কর্মকর্তা ও ফিল্ড সুপারভাইজারদের শরীয়ানীতি প্রয়োগ ভূমিকা
- বিভিন্ন ফরম পূরণ, ঋণ মঞ্জুর প্রদান কৌশল।
- শরীয়া অনুসরণ - সমস্যা ও সম্ভাবনা
- শরীয়াহ আইন অনুসরণে গ্রাহকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল ইত্যাদি।

প. ক্ষুদ্রঋণ আদায়ের পদ্ধতি

অত্যন্ত দক্ষতা ও কার্যকারিতার সাথে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে ঋণ আদায়ের হার ভাল হয়। ইসলামি ঋণ পদ্ধতি অনুসরণ করে টাকার সাথে পণ্যের সম্পর্ক স্থাপন করা গেলে ঋণের টাকা বেহাত বা বাজে খরচ হওয়ার

www.pathagar.com

সম্ভাবনা থাকে না। অর্থাৎ অর্থের উপর প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ থাকে। ফলে ঋণ আদায় সহজ হয়। ঋণ দিয়ে ঋণ আদায়ের পন্থা পরিহার করলেও ঋণ আদায়ের হার প্রকৃত অর্থে দারিদ্র্য বিমোচনের সাথে সাথে ভাল হয়ে থাকে। নিম্ন বর্ণিত উপায় অবলম্বন করলেও ঋণ আদায়ের হার ভাল হতে পারে–

১. ঋণ কর্মসূচীর পুনর্মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা।
২. দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ সহায়তা প্রদানের কৌশল অবলম্বন।
৩. হতদরিদ্রদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা।
৪. সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
৫. ঋণ ব্যবহার ও আদায়ের অনুকুল পরিবেশ তৈরী করা।
৬. ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর অগ্রগতি খেয়াল রাখা।
৭. কিভাবে লোকসানী শাখা, গ্রুপ, কেন্দ্র লাভজনক করা যায় তার ব্যবস্থা করা।
৮. নীতিমালা সংস্কার ও পরিবর্তন করা।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

ফরম-ক

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান

ঠিকানা .....

মাঠ জরিপ ফরম

১. ব্যক্তিগত তথ্য :

ক. পরিবার প্রধানের নাম : .....
বয়স : .....
শিক্ষা : .....
পেশা : .....
খ. পিতা/স্বামীর নাম : .....
ঠিকানা : .....
থানা থেকে এ গ্রামের দূরত্ব ..... কি.মি.।

২. পারিবারিক তথ্য:

ক. বিবাহিত/অবিবাহিত .....
খ. পেশা .....
গ. পরিবারে লোক সংখ্যা ..... জন
ঘ. পরিবার (একক/যৌথ)
ঙ. উপার্জনক্ষম লোক সংখ্যা : পুরুষ ..... জন, মহিলা ..... জন।
চ. পরিবারের জমির পরিমাণ :

চাষযোগ্য ..... একর
অনাবাদী ..... একর
পুকর ..... একর
বাড়ী ..... একর
মোট জমির পরিমাণ ..... একর

www.pathagar.com

ছ. পরিবারের বাৎসরিক আয় ব্যয় :

- কৃষি .....
- অকৃষি .....
- মোট আয় .....
- মোট ব্যয় .....
- উদ্বৃত্ত/ ঘাটটি .....

জ. বাড়ীর ধরন :

১. ছনের, ২. টিনশেড, ৩. সেমিপাকা, ৪. পাকা

ঝ. নিজ টিউবওয়েল :

১. আছে ..... ২. নাই .....

ঞ. স্যানেটারী পায়খানা :

১. আছে ..... ২. নাই .....

ট. পরিবারের কেউ কোন ব্যাংক বা এনজিও এর সাথে জড়িত আছে কিনা?

১. আছে ..... ২. নাই .....

যদি জড়িত থাকে তবে ঐ ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের নাম .....

৩. **বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য :**

ক. আগে কোন ঋণ নিয়েছেন? : (হ্যাঁ/ না)

খ. কবে নিয়েছেন? : .....

গ. কোন প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়েছেন? : .....

ঘ. কত টাকা নিয়েছেন? : .....

ঙ. বর্তমানে কত দেনা আছেন? : .....

চ. এখন ঋণ নিতে আগ্রহী কি না? : (হ্যাঁ/না)

জ. কি কাজের জন্য ঋণ নিবেন? : ..... টাকা : .....

প্রকল্প অফিসার

নাম.....

স্বাক্ষর.....

তারিখ.....

ফিল্ড অফিসার

নাম.....

স্বাক্ষর.....

তারিখ.....

www.pathagar.com

ফরম-খ

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান

..... শাখা

সদস্য হওয়ার আবেদন ফরম

১. নাম ....., বয়স ....., পেশা .....

২. পিতা/স্বামীর নাম .....

৩. ঠিকানা .....

আমি ..... নতুন/বর্তমান গ্রুপ নং ..... কেন্দ্র নং ..... এ যোগদান করতে ইচ্ছুক। আমি একজন গ্রুপ সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য সর্ম্পকে ওয়াকিবহাল আছি। আমি কেন্দ্রের নিয়ম নীতি সর্ম্পকেও অবহিত আছি।

আমি কেন্দ্র ও গ্রুপের নিয়ম নীতি মেনে চলছি। আমি নিজে অত্র প্রতিষ্ঠানের নিয়ম নীতি ভঙ্গ করবো না বা অন্য কাউকে ভঙ্গ করতে প্ররোচিত করবো না। মাঠ জরিপ ফরমে যে সকল তথ্য প্রদান করেছি আমার জানা মতে তা সঠিক।

আমার দ্বারা যদি গ্রুপ, কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠানের কোন ক্ষতি হয় তবে প্রতিষ্ঠানের পাওনা সকল অর্থ আমি পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবো এবং আমার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে যদি আমার প্রদত্ত কোন তথ্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

তারিখ .....
গ্রুপ নং .....

সদস্যের দস্তখত
কেন্দ্র নং .....

ক. গ্রুপ / কেন্দ্র প্রধানের সুপারিশ (প্রাক্তন গ্রুপে যোগদানের ক্ষেত্রে)

www.pathagar.com

আমরা আবেদনকারীকে বর্তমান গ্রুপ নং ..... তে আমাদের কেন্দ্রে অর্ন্তভূক্ত করে নিতে চাই। তিনি গ্রুপ / কেন্দ্র এবং প্রতিষ্ঠানের সকল নিয়ম মেনে চলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন। আমাদের জানামতে তার প্রদত্ত সকল তথ্য ঠিক আছে। আমরা তার সদস্যপদ লাভের জন্য সুপারিশ করছি।

কেন্দ্র প্রধানের স্বাক্ষর গ্রুপ প্রধানের স্বাক্ষর

খ. ফিল্ড অফিসার এবং প্রকল্প অফিসারের সুপারিশ ঃ

উপরোক্ত আবেদন ও সুপারিশের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রকল্প অফিসারের স্বাক্ষর ফিল্ড অফিসারের স্বাক্ষর

গ. শাখা প্রধানের সিদ্ধান্ত ঃ
আবেদন গৃহীত হলো।

স্বাক্ষর:
তারিখ:

দ্রষ্টব্যঃ নতুন সদস্য অর্ন্তভূক্তির ক্ষেত্রে উপরোক্ত পয়েন্ট ক তে উলেখিত সুপারিশের প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

ফরম - গ

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান

---------- শাখা

বিষয় : বিনিয়োগ আবেদন ফরম

গ্যারান্টিপত্র এবং চুক্তিপত্র।

ব্যবস্থাপক
ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান
শাখা : ----------

সদস্য নং: ----------
কেন্দ্র নং : ----------
গ্রুপ নং : ----------

বিনিয়োগ হিসাব নং : ----------

তারিখ : ----------

জনাব,

আসসলামু আলাইকুম।

আমি/আমরা অত্র প্রতিষ্ঠান হতে বাইমুয়াজ্জাল/লিজিং/মুদারাবা/মুশারাকা নীতিতে ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ গ্রহনের জন্য নিম্ন বর্নিত তথ্য প্রদান করছি।

১. আবেদনকারীর নাম : ----------

বয়স : ----------

২. পিতা/ স্বামীর নাম : ----------

ঠিকানা : ----------

www.pathagar.com

৩. ঋণের বিবরন (কৃষি ক্ষেত্রে)

পণ্যের নাম	পরিমাণ	মূল্য

৪. ঋণের পরিমাণ (অকৃষি)

ঋণের উদ্দেশ্য	পণ্যের নাম	পরিমাণ	মূল্য

৫. প্রদত্ত সিকিউরিটির বর্ণনা

মৌজা	খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমান	মালিকের নাম	মূল্য

৬. ঋণেরমেয়াদ :

ঋণ পরিশোধ---------- সপ্তাহ/মাস/বছরের মধ্যে কিস্তিতে করতে হবে।

৭. আবেদনকারীর পূর্বের ঋণ তথ্য :

ক্রমিক নং	ঋণ গ্রহণের তারিখ	পরিমাণ	পরিশোধের তারিখ	মন্তব্য

৮. অনাদায়ী ঋণের তথ্য :

বর্তমান ঋণের পরিমাণ	মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ	মন্তব্য

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

www.pathagar.com

গ্যারান্টি পত্র

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগন সম্মিলিতভাবে জনাব/ জনাবা ..... এর ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকিব এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি মেনে চলবো যদি তিনি অত্র প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন।

ক্রমিক নং	নাম	দস্তখত
১		
২		
৩		
৪		
৫		
৬		

কেন্দ্র নেতা/ উপনেতা/ ফিল্ড অফিসার এবং প্রকল্প অফিসারের সুপারিশঃ

স্বাক্ষর :

তারিখ :

www.pathagar.com

চুক্তিপত্র

প্রথম পক্ষ : ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান, শাখা ----------

দ্বিতীয় পক্ষ : জনাব/ জনাবা ----------

গ্রাম : ---------- কেন্দ্র : ----------

দ্বিতীয় পক্ষের ---------- তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ মঞ্জুরীপত্রে বর্ণিত পণ্য উল্লেখিত মূল্যে বিক্রয় করতে সম্মত হয়েছে বিধায় উভয় পক্ষ অত্র চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছে এই মর্মে যে–

১. দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানের পাওনা সাপ্তাহিক/ মাসিক কিস্তিতে স্বশরীরে হাজির হয়ে কেন্দ্র মিটিং এ শোধ করবেন।
২. মূল্য শোধ না হওয়া পর্যন্ত বিক্রিত পণ্য প্রথম পক্ষের নিকট বন্ধক থাকিবে। পরপর তিনটি কিস্তি পরিশোধে অপরাগ হলে প্রথম পক্ষ ঋণ আদায়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিক্রিত পণ্যও গ্রাহকের অন্যান্য সম্পদ জব্দ করবে।
৩. প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি মুনাফার হারে আদায় করা হবে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণেরক্ষেত্রে।

নিম্নোক্ত স্বাক্ষীগণের মোকাবেলায় গ্রাহক এবং প্রতিষ্ঠান এই চুক্তিতে বর্ণিত শর্তে সম্মত হয়ে দস্তখত করবেন।

অদ্য রোজ ---------- তারিখ ---------- সন----------

গ্রাহকের স্বাক্ষর ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর

স্বাক্ষী :

১.

২.

৩.

www.pathagar.com

ঋণ মঞ্জুরীপত্র

জনাব / জনাবা .....এর আবেদন পত্র বিবেচনা করে তাঁকে টাকা ..... মাত্র বিনিয়োগ মঞ্জুর করা হলো নিম্ন বর্নিত শর্তে .....

১. মঞ্জুরী নং : ..... এবং তারিখ .....

২. বিক্রয়যোগ্য পন্যের নাম : ..... পরিমাণ .....

৩. মোট বিক্রয়মূল্য : ..... (ক্রয়মূল্য+মুনাফা+অন্যান্য চার্জ)

৪. বিনিয়োগ পদ্ধতি : .....

৫. ঋন পরিশোধের মেয়াদ : .....

৬. সিকিউরিটি : .....

৭. সঞ্চয়ের পরিমান : .....

৮. পরিশোধের পদ্ধতি : .....

৯. কিস্তির পরিমান : .....

বিনিয়োগ অফিসারের স্বাক্ষর

ম্যানেজারের স্বাক্ষর

আমি উপরে বর্নিত শর্ত সাপেক্ষে বিনিয়োগ গ্রহণ করিলাম।

গ্রাহকের স্বাক্ষর

www.pathagar.com

ফরম - ঘ

পাশ বই

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান

----------শাখা

গ্রাহকের নাম : ----------

সদস্য : ----------

গ্রাহকের দায়িত্ব :

ক. ঋণের লেনদেনে পাশ বই ব্যবহার বাধ্যতামূলক। তাই এই পাশ বই ভালভাবে সংরক্ষন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট অফিসার যথাযথভাবে লেনদেন রেকর্ড করবেন।

খ. সময়মত কিস্তি পরিশোধ করুন এবং নতুন বিনিয়োগ গ্রহণ করুন।

গ. শাখায় বা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে বিনিয়োগ করুন।

ঘ. এ পাশ বইয়ের মেয়াদ তিন বৎসর। তিন বৎসর পর এ বই জমা দিয়ে নতুন পাশ বই গ্রহণ করুন।

ঙ. তিন মাস পর ম্যানেজার বা প্রকল্প অফিসার এ পাশ বই চেক করে দেখবেন।

সঞ্চয়ী হিসাব এবং সেন্টার ফান্ড :

সঞ্চয়ী হিসাবে জমা	সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যালেন্স	সেন্টার ফান্ডে জমা	সেন্টার ফান্ডে ব্যালেন্স	ফিল্ড অফিসারের সই	ম্যানেজারের সই

www.pathagar.com

গ্রাহকের পরিচিতি

গ্রুপ নং : .....

কেন্দ্রের নাম : .....

কেন্দ্র নং : .....

পাশ বই প্রদানের তারিখ : .....

গ্রাহকের নাম : .....

পিতা/ স্বামীর নাম : .....

ঠিকানা : .....

.....

বিনিয়োগ/ ঋণ হিসাব নং ১ম ..... ২য় ..... ৩য় .....

সঞ্চয়ী হিসাব নং .....

গ্রাহকের বিনিয়োগ বিবরনী :

বিবরন	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়
গ্রাহকের বাৎসরিক আয়			
বাৎসরিক ব্যয়			
পরিবারের লোক সংখ্যা			
পন্যের ক্রয়মূল্য (ঋণ)			
পণ্যক্রয়ের তারিখ			
ঋণ পরিশোধের শেষ তারিখ			
কিস্তির পরিমান টাকা			

প্রদত্ত সিকিউরিটির বর্ণনা :

ফিল্ড অফিসারের স্বাক্ষর
তারিখ .....

ম্যানেজারের স্বাক্ষর
তারিখ .....

www.pathagar.com

ফরম- ৬

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান

.....শাখা

তারিখ.....

কেন্দ্র নেতা/ উপনেতা এবং কেন্দ্র ফান্ড পরিচালনার জন্য

রেজুলেশন বই

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী গ্রুপ নেতা/উপনেতা কেন্দ্র ..... গ্রাম ..... থানা ..... জনাব / জনাবা ..... কে ..... নং গ্রুপের নেতা/ উপনেতা এবং জনাব/জনাবা ..... কে কেন্দ্র নেতা / উপনেতা নির্বাচন করলাম অদ্যকার কেন্দ্র মিটিং এ। তাঁরা ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংরক্ষিত কেন্দ্র ফান্ড হিসাব যৌথভাবে পরিচালনা করবেন।

গ্রুপ নেতা এবং গ্রুপ উপনেতাদের তালিকা :

ক্রমিক নং	গ্রুপ নেতা/ উপনেতাদের নাম	গ্রুপ নং	দস্তখত	তারিখ
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				

নির্বাচিত কেন্দ্র নেতা/উপনেতাদের নমুনা স্বাক্ষর:

পদবী	নাম	নমুনা স্বাক্ষর	সঞ্চয়ী হিসাব নং
কেন্দ্র নেতা			
কেন্দ্র উপনেতা			

গৃহিত হলো :

ফিল্ড অফিসারের স্বাক্ষর
তারিখ.....

ম্যানেজারের স্বাক্ষর
তারিখে .....

www.pathagar.com

ফরম- চ

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান

---------- শাখা

রেজুলেশন রেজিষ্টার

ক্রমিক নং	গ্রুপ নং	সদস্য নং	সদস্যদের নাম	তারিখ	তারিখ	তারিখ
১						
২						
৩						
৪						
৫						
৬						
৭						
৮						
৯						
১০						
১১						
১২						
১৩						
১৪						
১৫						
১৬						
১৭						

www.pathagar.com

ফরম- ছ

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ১০টি পালনীয় সিদ্ধান্ত

কেন্দ্র মিটিং এ প্রতিষ্ঠানের ১০টি পালনীয় সিদ্ধান্ত গ্রাহকগণ একত্রে জোরে জোরে উচ্চারন করবেন। সিদ্ধান্তগুলি নিম্নরূপ :

১. আমরা মহান আলাহ্ তায়ালার উপর নির্ভর করছি তাঁর সাহায্য কামনা করছি যেন সব সময় সত্য কথা বলি ও সৎভাবে জীবন যাপন করি।

২. সৎকাজের আদেশ দিব অসৎ কাজে নিষেধ করবো।

৩. বাড়ীর চারপাশে শাক-সব্জি লাগাবো।

৪. বৃক্ষ রোপন মৌসুমে গাছ লাগাবো।

৫. অশিক্ষিত থাকবো না এবং সন্তানদেরকে লেখাপড়া শেখাবো।

৬. একে অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা করবো।

৭. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করবো।

৮. টিউবওয়েলের পানি বা সিদ্ধ করে পানি পান করবো।

৯. পরিবেশ পরিস্কার রাখবো।

১০. যৌতুক নেব না। যৌতুক দেব না।

www.pathagar.com

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণের প্রশিক্ষণ সূচী

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলি সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানতে হবে। অন্যথায় ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা যাবে না। এমন কি তা সুদের মত হয়ে যেতে পারে।

দিন তারিখ	সকাল ৯.০০ টা - ১০.০০ টা	সকাল ১০.০০ টা- ১১.০০টা	সকাল ১১.০০ টা - ১১.৩০ টা	সকাল ১১.৩০ টা - ১.০০ টা	দুপুর ১.০০ টা - ৩.০০ টা	বিকাল ৩.০০টা - ৪.৩০ টা
১ম দিন	রেজিস্ট্রেশন	উদ্বোধন	চা বিরতি	ইসলামি অর্থনীতি: বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য	নামায ও দুপুরের খাবারের বিরতি	ইসলামি অর্থায়ন: ধারনা ও বৈশিষ্ট্য
২য় দিন	সকাল ৯.০০ টা - ১০.৩০ টা	সকাল ১০.৩০ টা - ১১.০০টা	সকাল ১১.০০ টা - ১১.৩০টা	সকাল ১১.৩০ টা - ১.০০ টা	দুপুর ১.০০ টা - ৩.০০ টা	বিকাল ৩.০০ টা - ৪.৩০ টা
	ইসলামি অর্থায়নের পদ্ধতিসমূহ	চা বিরতি	কুইজ - ১	ইসলামি ক্ষুদ্রঋনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও শ্রেষ্টত্ব	নামায ও দুপুরের খাবার	ইসলামি ক্ষুদ্রঋনের প্রয়োগ পদ্ধতি হাতে কলমে শিক্ষা
৩য় দিন	সকাল ৯.০০ টা - ১০.৩০ টা	সকাল ০.৩০ টা - ১.০০ টা	সকাল ১১.০০ টা- ১১.৩০ টা	সকাল ১১.৩০ টা - দুপুর ১.০০ টা	দুপুর ১.০০ টা - ২.৩০ টা	দুপুর ২.৩০ টা - ৩.০০ টা	দুপুর ৩.০০ টা - ৪.০০ টা
	ইসলামি ক্ষুদ্রঋনের প্রয়োগ পদ্ধতি হাতে কলমে শিক্ষা	চা বিরতি	কুইজ-২	ইসলামি ক্ষুদ্রঋনের প্রয়োগ পদ্ধতি হাতে কলমে শিক্ষা	নামায ও দুপুরের খাবারের বিরতি	মুক্ত আলোচনা ও কোর্স মূল্যায়ন	সমাপনী

মোট সেশন ৯টি

(লেকচার ৪টি +কর্মশালা ৩ টি+কুইজ-২টি)

www.pathagar.com

BIIT AT A GLANCE

Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT) was founded in 1989 as a non-government research organization to conduct research and in-depth studies, among others, to identify the islamic perspective of different disciplines specially in higher education and to popularize the 'islamization of knowledge' program among students, teachers and researchers in Bangladesh In order to achieve its objectives, the organization undertakes the following activities:

- **Research**: In order to identify the Islamic approach in different disciplines of higher education, BIIT sponsors research programs under the supervision of senior faculties of public and private universities.
- **Translation**: In order to publicize the ideas and thoughts of major scholars of the world, BIIT takes initiative to translate the major books of prominent scholars written in Arabic and English into Bangla.
- **Publication**: BIIT publishes the original writings, research works, translation work and seminar proceedings which are used as reference for teachers, students, researchers and thinkers.
- **Library Service**: BIIT maintains a library which has a good number of rare books and journals including the publications of IIIT, USA. These books and journals are issued to professionals, university teachers, students and researchers on request.
- **Supply of Materials**: One of the major programs of BIIT is to collect and supply study materials on national, international and ummatic issues.
- **Series of Seminars & Lectures**: BIIT organizes seminars, symposiums, workshops, study circles, discussion meetings on contemporary issues related to thoughts on education, culture and religion.
- **Exchange Program**: To exchange information, ideas and views, BIIT organizes partnership programs with related organizations and individuals at home and abroad.
- **Distribution of Publications**: In order to disseminate knowledge, BIIT distributes the publications of IIIT and BIIT to concerned organizations and individuals.
- **Training Program**: BIIT conducts different types of training programs on various topics such as research methodology, English and Arabic language courses etc to improve the skills and efficiency of human resources.
- **Dialogue & Roundtable Discussion**: Dialogues on national and international issues particularly inter-faith issue, socio-economic issue are arranged by BIIT.

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

ড. মাহমুদ আহমদ ১৯৬০ সালে লক্ষ্মীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্সে প্রথম শ্রেণীতে মাস্টার্স ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ইরানে ব্যাংকিং প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তিনি সোনালী ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থায় ফিন্যান্সিয়াল এনালিস্ট ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) এ দশ বছর ফ্যাকাল্টি মেম্বার ছিলেন। বর্তমানে একটি প্রাইভেট ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট।

তিনি দেশে বিদেশে অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আইডিবি'র আমন্ত্রণে মিশর, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, ব্রুনাই দারুস্‌সালাম, আবুধাবী, ভারত, দুবাই ও সৌদি আরব ভ্রমণ করেন। তিনি বাংলাদেশে ইসলামি ক্ষুদ্র ঋণের আইডিবি কনসালট্যান্ট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আজীবন সদস্য এবং অন্যান্য দেশী বিদেশী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। তিনি লাহোর স্কুল অব ইকোনমিক্স থেকে প্রকাশিত 'দি লাহোর জার্নাল অব ইকোনমিক্স'-এর সম্পাদকীয় উপদেষ্টা বোর্ডের একজন সদস্য। দেশী বিদেশী প্রফেশনাল জার্নালে তাঁর তেইশটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার উপর তার লেখা বই 'টাকার গন্ধ' পাঠক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

www.pathagar.com